খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

প্রতিবেদন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

প্রতিবেদন

০১

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

প্রতিবেদন

সম্পাদনায়
ড. বদিউল আলম মজুমদার
দিলীপ কুমার সরকার

প্রতিবেদন প্রণয়নে
নেসার আমিন

সহযোগিতায়
শামীমা আক্তার মুক্তা
সাইফুল সারওয়ার

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১৮

মুদ্রণ:
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা।

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

সচিবালয়: হেরাল্ডিক হাইটস্, ২/২ (লেভেল-৪), ব্লক-এ, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: +৮৮০২-৯১৩ ০৪৭৯ ও ৯১৪-৬২৭১; ফ্যাক্স: +৮৮০২-৯১৪ ৬১৯৫
ই-মেইল: shujan.info@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.shujan.org ও www.votebd.org
ফেইসবুক: facebook.com/shujan.bd

০২

সূচিপত্র

- **প্রারম্ভিক কথা**
- **খুলনা সিটি করপোরেশন পরিচিতি**
  - ইতিহাস ও পরিচিতি
  - খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৩
- **খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮: নির্বাচন পূর্ব চিত্র**
  - নির্বাচনের একটি সাধারণ চিত্র
  - একনজরে খুলনা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮
  - নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ
  - ২০১৩ ও ২০১৮ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীগণের তুলনামূলক চিত্র
  - নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারী প্রার্থী
  - মেয়র পদপ্রার্থীদের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা
  - একনজরে খুলনা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮
- **নির্বাচনকালীন চিত্র ও তথ্য:**
  - নির্বাচনের একটি সাধারণ চিত্র
  - নির্বাচনের দিনের চিত্র (গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের আলোকে)
- **নির্বাচন পরবর্তী চিত্র ও তথ্য:**
  - নির্বাচিত প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ
- **নির্বাচনের ফলাফল ও ফলাফল বিশ্লেষণ**
  - মেয়র পদে নির্বাচনের ফলাফল
  - সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল
  - সংরতি ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের ফলাফল
  - নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ (মেয়র পদে)
- **নির্বাচন মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া**
  - নির্বাচন কমিশনের মূল্যায়ন
  - পর্যবেক সংস্থাগুলোর মূল্যায়ন
  - রাজনৈতিক দলগুলোর মূল্যায়ন
  - 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর মূল্যায়ন
- **নির্বাচন উপলক্ষে 'সুজন' কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের বিবরণ**
- **শেষকথা**

08

প্রারম্ভিক কথা

সিটি করপোরেশন বাংলাদেশের মহানগরগুলোর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার একক। বাংলাদেশে নবঘোষিত ময়মনসিংহ-সহ সর্বমোট ১২টি সিটি করপোরেশন রয়েছে, এরমধ্যে খুলনা সিটি করপোরেশন অন্যতম। ১৯৯০ সালে খুলনা সিটি করপোরেশন গঠিত হয়। এই সিটির প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে। গত ১৫ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় খুলনা সিটি করপোরেশনের তৃতীয় নির্বাচন।

নাগরিক সংগঠন 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন আয়োজন নিশ্চিত করা এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত হয়ে আসার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রায় সব নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখেও 'সুজন' বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। সুজন-এর এসব কার্যক্রমে স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, পিস প্রেসার গ্রুপ ও পিস অ্যাম্বাসেডরগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়াকেও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

বর্তমান প্রতিবেদনে খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী, নির্বাচনের সার্বিক একটি মূল্যায়ন এবং নির্বাচনকে ঘিরে সহযোগী সংগঠনসমূহ-সহ 'সুজন' পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রতিবেদন তৈরির উদ্দেশ্য হলো আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করা এবং উপরোক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করা, যাতে পাঠক, লেখক ও গবেষকরা তাঁদের প্রয়োজনে বর্তমান প্রতিবেদনের তথ্য ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারেন।

খুলনা সিটি করপোরেশন: ইতিহাস ও পরিচিতি

ইতিহাস ও পরিচিতি

খুলনা সিটি করপোরেশন (কেসিসি) বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বিভাগীয় শহর খুলনার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। এটি ১২ ডিসেম্বর ১৮৮৪ সালে পৌরসভা এবং ১৯৮৪ সালে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬ আগস্ট ১৯৯০ সালে যাত্রা শুরু করে খুলনা সিটি করপোরেশন হিসেবে। ৪৫.৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকার ৩১টি ওয়ার্ড নিয়ে সিটি করপোরেশন গঠিত।

খুলনা সিটি করপোরেশনের আয়তন: ৪৫.৬৫ বর্গ কিলোমিটার। অবস্থান: ২৪°৪৫' থেকে ২৪°৫৪' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°২৮' থেকে ৮৯°৩৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে দীঘলিয়া উপজেলা ও খানজাহান আলী থানা, দক্ষিণে বাটিয়াঘাটা উপজেলা, পূর্বে রূপসা ও দীঘলিয়া উপজেলা, পশ্চিমে ডুমুরিয়া উপজেলা। ভোটার: ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৯৩ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৪৮ হাজার ৯৮৬ জন; ২ লাখ ৪৪ হাজার ১০৭ জন নারী।

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০০২

খুলনা সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে। ওই নির্বাচনে মেয়র পদে তিন জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৩ লাখ ৮০ হাজার ৯৯০ জন। নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ২ লাখ ৪৫ হাজার ৪০৭, এর মধ্যে বাতিল ভোট ছিল ১ হাজার ৯৭৯টি, আর বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৪৩ হাজার ৪২৮টি। মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ২৪১টি।

বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট শেখ তৈয়বুর রহমান ১ লাখ ৩৫ হাজার ৭৭৩ ভোট পেয়ে ২০০২ সালে খুলনা সিটি করপোরেশনের প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রার্থী অ্যাডভোকেট মো. এনায়েত আলী পান ৭৯ হাজার ৩২৮ ভোট।

এক নজরে খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০০২

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম (মেয়র পদে)	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা (টি)	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
১.	অ্যাডভোকেট শেখ তৈয়বুর রহমান	১,৩৫,৭৭৩	৩৫.৬৩
২.	অ্যাডভোকেট মো. এনায়েত আলী	৭৯,৩২৮	২০.৮২
৩.	ফিরোজ আহমেদ	২৮,৩২৭	৭.৪৩
মোট ভোটার		৩,৮০,৯৯০	

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০০৮

খুলনা সিটি করপোরেশনের দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালে। আওয়ামী লীগ নেতা তালুকদার আব্দুল খালেক ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮১২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বিএনপি নেতা মনিরুজ্জামান মনি পান ১ লাখ ৩১ হাজার ৯৭৬ ভোট। সিপিবি নেতা ফিরোজ আহমদ পান ১৪ হাজার ২২৩ ভোট। তালুকদার আব্দুল খালেক মনিরুজ্জামান মনিকে হারান ২৫ হাজার ৮৩৬ ভোটের ব্যবধানে।

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০১৩

১৫ জুন ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় খুলনা সিটি করপোরেশনের তৃতীয় নির্বাচন। নির্বাচনে মেয়র পদে মাত্র তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৪ লাখ ৪০ হাজার ৫৬৭ জন। নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ৩ লাখ ৭ হাজার ৪৬৭ (৪৮৭৬%), এর মধ্যে বাতিল ভোট ৪ হাজার ৮৭৬টি, আর বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ২ হাজার ৫৯১টি। মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ২৮৮টি।

নির্বাচনে বিএনপি নেতা মো. মনিরুজ্জামান মনি ১ লাখ ৮০ হাজার ৯৩ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক পান পান ১ লাখ ১৯ হাজার ৪২২ ভোট। অর্থাৎ ৬০ হাজার ৬৭১ ভোটের ব্যবধানে মনিরুজ্জামান আব্দুল খালেককে পরাজিত করেন।

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০১৩			
ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম (মেয়র পদে)	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা (টি)	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
১.	মো. মনিরুজ্জামান মনি	১,৮০,০৯৩	৪০.৮৭
২.	তালুকদার আব্দুল খালেক	১,১৯,৪২২	২৭.১০
৩.	আনিসুর রহমান বিশ্বাস	৩,০৭৬	০.৬৯
মোট ভোটার		৪,৪০,৫৬৭	

তথ্যসূত্র: ১. উইকিপিডিয়া; ২. বাংলাপিডিয়া; ৩. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন; ৪. সাপ্তাহিক; ৫. www.khulnacity.org

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

নির্বাচন পূর্ব চিত্র
নির্বাচনের একটি সাধারণ চিত্র

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল আনুযায়ী, ১৫ মে ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয় খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন। তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১২ এপ্রিল ২০১৮। এছাড়াও ১৫ ও ১৬ এপ্রিল মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই, ২৩ এপ্রিলের মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং ২৪ এপ্রিল প্রতীক বরাদ্দের তারিখ নির্ধারিত ছিল।

প্রার্থী সংখ্যা: খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে ৫ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৮৯ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৪৮ জন; অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ২৪২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে মেয়র পদে ৫ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৪৮ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৩৯ জন অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ১৯২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উল্লেখ্য, নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৩৯ জন প্রার্থী ছাড়াও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি হলেন ১নং ওয়ার্ডের রোজিনা বেগম রাজিয়া। তবে মেয়র পদে কোনো নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি।

মেয়র প্রার্থী: নির্বাচনে মেয়র পদে পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রার্থীরা হলেন– বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত তালুকদার আব্দুল খালেক (বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ১,১৯,৪২২টি ভোট পান), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির নজরুল ইসলাম মঞ্জু, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুজ্জাম্মিল হক, জাতীয় পার্টির এস এম শফিকুর রহমান এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মিজানুর রহমান বাবু।

ভোটার ও ভোট সংক্রান্ত তথ্য: খুলনা সিটি করপোরেশনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৯৩ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪৮ হাজার ৯৮৬ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৪৪ হাজার ১০৭ জন। মোট ভোট কেন্দ্র ২৮৯টি। ভোটকক্ষ ১৫৬১টি। দুটি কেন্দ্রে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোট নেওয়া হয়। কেন্দ্রগুলো হলো– ২৪নং ওয়ার্ডের ২০৬ নং কেন্দ্র এবং ২৭নং ওয়ার্ডের ২৩৯নং কেন্দ্র।

নির্বাচনী কর্মকর্তা: খুলনায় রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ইউনুচ আলী। তাঁর সঙ্গে ১০ জন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা, ১২ জন সহায়ক কর্মকর্তা, ২ জন পর্যবেক্ষক সমন্বয়কারী এবং ২৮৯ জন প্রিজাইডিং কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন। সহকারী প্রিজাইডিং কর্মকর্তা এবং পোলিং অফিসার মিলিয়ে ৪ হাজার ৯৭২ জন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন এই নির্বাচনে।

নিরাপত্তা: খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিটি কেন্দ্রে সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় আইন শৃঙ্খলা-বাহিনীর ২২-২৪ জন করে সদস্য ছিলেন। এছাড়া ৬০ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং ১০ জন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ভোটের দায়িত্ব পালন করেন। পুলিশ-এপিবিএন-আনসার ব্যাটালিয়ান নিয়ে ৩১টি মোবাইল টিম, ১০টি স্ট্রাইকিং টিম; র‍্যাবের ৩২টি টিম এবং ১৬ প্লাটুন বিজিবি ছিল নিরাপত্তার দায়িত্বে।

একনজরে খুলনা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮	
নির্বাচনের তারিখ	১৫ মে ২০১৮
মোট প্রার্থীর সংখ্যা	১৯২ জন
মেয়র পদে প্রার্থীর সংখ্যা	৫ জন
কাউন্সিলর পদে প্রার্থীর সংখ্যা	১৪৮ জন
সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর	৩৯ জন
ওয়ার্ড সংখ্যা	৩১টি
ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	২৮৯টি
ভোটার সংখ্যা	পুরুষ: ২ লাখ ৪৮ হাজার ৯৮৬ জন নারী: ২ লাখ ৪৪ হাজার ১০৭ জন মোট: ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৯৩ জন
ভোটকক্ষ	১,৫৬১টি
ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা	৪ হাজার ৯৭২ জন
মোট প্রদত্ত ভোট	৩,০৬,৬৩৬টি
মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার	৬২.১৯
বিজয়ী প্রার্থীর নাম	তালুকদার আব্দুল খালেক (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ)

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে ৫ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৮৯ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৪৮ জন; অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ২৪২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে মেয়র পদে ৫ জন, এবং সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৪৮ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৩৯ জন অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ১৯২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

আমরা জানি যে, নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেছেন। নির্বাচনের পূর্বে 'সুজন'-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা এবং সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় তথ্যের বিশ্লেষণগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কী ধরনের প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সে সম্পর্কে ভোটাররা ধারণা পেয়েছেন এবং ভোটারদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

নিম্নে খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	২ ৪০%	০ ০%	০ ০%	৩ ৬০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	
ওয়ার্ড কাউন্সিলর	৪৭ ৩১.৭৫%	৩৯ ২৬.৩৫%	২৫ ১৬.৮৯%	২৪ ১৬.২১%	১১ ৭.৪৩%	২ ১.৩৫%	১৪৮ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	২১ ৫৩.৮৪%	৭ ১৭.৯৪%	২ ৫.১২%	৬ ১৫.৩৮%	৩ ৭.৬৯%	০ ০%	৩৯ ১০০%	
সর্বমোট	৭০ ৩৬.৪৫%	৪৬ ২৩.৯৫%	২৭ ১৪.০৬%	৩৩ ১৭.১৮%	১৪ ৭.২৯%	২ ১.০৪%	১৯২ ১০০%	

- খুলনা সিটি করপোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (৬০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক এবং ২ জন (৪০%) স্ব-শিক্ষিত। স্নাতক ডিগ্রিধারীরা হচ্ছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক (বিএ), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু (স্নাতক-আইন) এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. মুজাম্মিল হক (ফাজিলে দেওবন্দ)। অন্য দুইজন প্রার্থী জাতীয় পার্টির এস এম শফিকুর রহমান ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মিজানুর রহমান বাবু স্বশিক্ষিত।

- মোট ৩১টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৪৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৪৭ জনের (৩১.৪৭%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ৩৯ জনের (২৬.৩৫%) এসএসসি এবং ২৫ (১৬.৮৯%) জনের এইচএসসি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৪ (১৬.২১%) ও ১১ জন (৭.৪৩%)। দুইজন (১.৩৫%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।

- মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩৯ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে এসএসসি'র কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা ২১ জন (৫৩.৮৪%), ৭ জনের (১৭.৯৪%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ২ জনের (৫.১২%) এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৬ জন (১৫.৩৮%) ও ৩ জন (৭.৬৯%)।

- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বমোট ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১৬ জন বা ৬০.৪১%-এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তাঁর নিচে। পক্ষান্তরে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৪৭ জন (২৪.৪৭%)। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৩৬.৪৫% (৭০ জন) প্রার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করেননি। যে দুইজন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি, তাঁদের-সহ হিসাব করলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো প্রার্থীর শতকরা হার দাঁড়ায় ৩৭.৫% (৭২ জন)। মেয়র প্রার্থীদের সিংহভাগ স্নাতক ডিগ্রিধারী হলেও দুইজন স্বশিক্ষিত। পাশাপাশি মোট প্রার্থীর একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	১ ২০%	৩ ৬০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	৫ ১০০%	
কাউন্সিলর	৭ ৪.৭২%	১১৩ ৭৬.৩৫%	১০ ৬.৭৫%	২ ১.৩৫%	০ ০%	৬ ৪.০৫%	১০ ৬.৭৫%	১৪৮ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	১০ ২৫.৬৪%	১ ২.৫৬%	১ ২.৫৬%	১৫ ৩৮.৪৬%	২ ৫.১২%	১০ ২৫.৬৪%	৩৯ ১০০%	
সর্বমোট	৮ ৪.১৬%	১২৬ ৬৫.৬২%	১১ ৫.৭২%	৩ ১.৫৬%	১৫ ৭.৮১%	৯ ৪.৬৮%	২০ ১০.৪১%	১৯২ ১০০%	

- খুলনা সিটি করপোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনই (৬০%) ব্যবসায়ী। এই ৩ জন হচ্ছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মিজানুর রহমান বাবু এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. মুজাম্মিল হক। জাতীয় পার্টির এস এম শফিকুর রহমানের পেশা কৃষি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু পেশার ঘরে উল্লেখ করেছেন 'এখন ব্যবসা বন্ধ, বাড়ী ভাড়া আয়ের উৎস'।

- ১৪৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৭৬.৩৫% (১১৩ জন) ভাগের পেশাই ব্যবসা। কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আছেন ৭ জন (৪.৭২%) করে। আইনজীবী রয়েছেন ২ জন (০.৭৮%)। তারা হচ্ছেন ১৯নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী মো. মনিরুল ইসলাম এবং ৩১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল। ১০ জন (৬.৭৫%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।

- ৩৯ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশই (১৫ জন বা ৩৮.৪৬%) গৃহিণী; পেশার ঘর পূরণ না করা ১০ জনকে-সহ হিসাব করলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫ (৬৪.১০%)। ১০ জন (২৫.৬৪%) রয়েছেন ব্যবসার সাথে যুক্ত। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে আইনজীবী রয়েছেন ১ জন (৫.৯৫%)। তিনি হচ্ছেন সংরক্ষিত ৫নং ওয়ার্ডের মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু।

- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৬৫.৬২% ভাগই (১২৬ জন) ব্যবসায়ী।

- সর্বমোট ২০ জন প্রার্থী পেশার ঘর পূরণ করেননি।

- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত খুলনা সিটি করপোরেন নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	২ ৪০%	৩ ৬০%	১ ২০%	১ ২০%	২ ৪০%	০ ০%	৫ ১০০%	
কাউন্সিলর	৩০ ২০.২৭%	৩৭ ২৫%	৪ ২.৭০%	৮ ৫.৪০%	১৪ ৯.৪৫%	১ ০.৬৭%	১৪৮ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	১ ২.৫৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৯ ১০০%	
সর্বমোট	৩২ ১৬.৬৬%	৪১ ২১.৩৫%	৫ ২.৬০%	৯ ৪.৬৮%	১৬ ৮.৩৩%	১ ০.৫২%	১৯২ ১০০%	

- খুলনা সিটি করপোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ফৌজদারি মামলা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন ৩ জন (৬০%)। জাতীয় পার্টির প্রার্থী এস এম শফিকুর রহমানের বিরুদ্ধে বর্তমানে ২টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং অতীতে ছিল ২টি; বর্তমান মামলার মধ্যে ১টি রয়েছে ৩০২ ধারার। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী জনাব নজরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে বর্তমানে ৪টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং অতীতে ছিল ৩টি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেকের বিরুদ্ধে অতীতে ৯টি ফৌজদারি মামলা ছিল; তবে বর্তমানে নেই। অতীত মামলাসমূহের মধ্যে ৩০২ ধারার মামলা ছিল ৪টি। অন্য ২ জন মেয়র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই এবং অতীতেও কখনও ছিল না।

- ১৪৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৩০ জনের (২০.২৭%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৩৭ জনের (২৫%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৪ জনের (৯.৪৫%) উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় ৪ জনের (২.৭০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ৮ জনের (৫.৪০%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল এবং ১ জনের (০.৬৭%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে আছে বা ছিল। যে ৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে তাঁরা হচ্ছেন ১নং ওয়ার্ডের মো. শাহাদাত মিনা, ৪নং ওয়ার্ডের গোলাম রব্বানী, ৬নং ওয়ার্ডের মো. শামসুল আলম মিল্টন এবং ৭নং ওয়ার্ডের মো. সুলতান মাহমুদ। অতীতে ৩০২ ধারার মামলাভুক্ত প্রার্থীরা হচ্ছেন ১নং ওয়ার্ডের মো. শাহাদাত মিনা, ৪নং ওয়ার্ডের মো. আশরাফ হোসেন, ৫নং ওয়ার্ডের শেখ মোহাম্মাদ আলী, ১৬নং ওয়ার্ডের মো. আনিছুর রহমান বিশ্বাস, ১৮নং ওয়ার্ডের টি এম আরিফ, ২১নং ওয়ার্ডের মো. শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন ও মোল্লা ফরিদ আহমেদ এবং ২৬নং ওয়ার্ডের মো. মাহমুদ আলম বাবু মোড়ল। উল্লেখ্য, ১নং ওয়ার্ডের মো. শাহাদাত মিনার বিরুদ্ধে অতীতেও ৩০২ ধারায় মামলা ছিল এবং বর্তমানেও আছে।

- ৩৯ জন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১ জনের (২.৫৬%) বিরুদ্ধে অতীতে ১টি ফৌজদারি মামলা ছিল। তিনি হচ্ছেন সংরক্ষিত ৫নং ওয়ার্ডের মোছা আনজিনা খাতুন। অন্যান্য সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই এবং অতীতেও কখনও ছিল না।

- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩২ জনের (১৬.৬৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪৩ জনের (২১.৩৫%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৬ জনের (৮.৩৩%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৫ জনের (২.৬০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৯ জনের বিরুদ্ধে (৪.৬৮%) অতীতে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল ১ জনের (০.৫২%) বিরুদ্ধে।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	২ ৪০%	১ ২০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	১ ২০%	৫ ১০০%	
কাউন্সিলর	৩৫ ২৩.৬৪%	৬৫ ৪৩.৯১%	৩২ ২১.৬২%	২ ১.৩৫%	১ ০.৬৭%	১ ০.৬৭%	১২ ৮.১০%	১৪৮ ১০০%	

পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মহিলা কাউন্সিলর	১০ ২৫.৬৪%	১৩ ৩৩.৩৩%	২ ৫.১২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১৪ ৩৫.৮৯%	৩৯ ১০০%	
সর্বমোট	৪৫ ২৩.৪৩%	৮০ ৪১.৬৬%	৩৫ ১৮.২২%	২ ১.০৪%	২ ১.০৪%	১ ০.৫২%	২৭ ১৪.০৬%	১৯২ ১০০%	

- খুলনা সিটি করপোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জনের (৪০%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার নিচে, ১ জনের (২০%) আয় বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ১ জনের আয় ৫০ লক্ষাধিক টাকা। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে বছরে সর্বোচ্চ ৫২,৭৬,১৩৪ টাকা আয় করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জুর। তিনি বছরে ৫,২৫,০০০ টাকা আয় করেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মিজানুর রহমান বাবু কোনো আয় দেখাননি।

- ১৪৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১০০ জনই (৬৭.৫৬%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেন ৩৪ জন (২২.৯৭%), ৫০ থেকে ১ কোটি টাকার কম আয় করেন ১ জন (০.৬৭%) এবং এক কোটি টাকার অধিক আয় করেন ১ জন (০.৬৭%) প্রার্থী। এককোটি টাকার অধিক আয়কারী কাউন্সিলর প্রার্থী হচ্ছেন ২৮নং ওয়ার্ডের আজমল আহমেদ। তিনি বছরে ১,৩৪,২৯,৮৭৫ টাকা আয় করেন। ১২ জন (৮.১০%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।

- সংরক্ষিত আসনের ৩৯ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২৩ জনের (৫৮.৯৭%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার নিচে। ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ২ জন (৫.১২%)। ১৪ জন (৩৫.৮৯%) জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।

- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১২৫ জনের (৬৫.১০%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ২৭ জনকে (১৪.০৬%) যোগ করলে এই হার দাঁড়ায় ৭৯.১৬% (১৫২জন)। বিশ্লেষণ থেকে বলা যেতে পারে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সিংহভাগই স্বল্প আয়ের।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য:

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	৪ ৮০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	৫ ১০০%	
কাউন্সিলর	৭৭ ৫২.০২%	২৭ ১৮.২৪%	৬ ৪.০৫%	৩ ২.০২%	১ ০.৬৭%	০ ০%	৩৪ ২২.৯৭%	১৪৮ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	২৮ ৭১.৭৯%	৭ ১৭.৯৪%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৪ ১০.২৫%	৩৯ ১০০%	
সর্বমোট	**১০৯** **৫৬.৭৭%**	**৩৪** **১৭.৭০%**	**৬** **৩.১২%**	**৩** **১.৫৬%**	**১** **০.৫২%**	**১** **০.৫২%**	**৩৮** **১৯.৭৯%**	**১৯২** **১০০%**	

- খুলনা সিটি করপোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (১৪.২৮%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার নিচে, ৩ জনের (৪২.৮৬%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ২ জনের (২৮.৫৭%) কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ রয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেকের। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১১,৮৩,৩১,৫৫৬ টাকা।

- ১৪৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (৭৭ জন অথবা ৫২.০২%) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ৩৬ জনের (২৪.৩২%) এবং ১ কোটি টাকা মূল্যমানের অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ১ জনের (০.৬৭%)। কোটি টাকার অধিক সম্পদের অধিকারী কাউন্সিলর প্রার্থী হচ্ছেন ১৪নং ওয়ার্ডের শেখ মফিজুর রহমান পলাশ। তিনি ১,১৪,১০,৬৩৮ টাকা মূল্যের সম্পদের

মালিক। ৩৪ জন (২২.৯৭%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।

- ৩৯ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২৮ জনের (৭১.৭৯%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫ লক্ষাধিক টাকার সম্পদ রয়েছে ৭ জন (১৭.৯৪%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর। ৪ জন (১০.২৫%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।
- বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০৯ জনই (৫৬.৭৭%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ৩৮ জন প্রার্থী-সহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৩ জন (৭৪.৪৭%)। অপরদিকে কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ২ জন (১.০৪%)।

প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। তাই অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে আরও অনেক বেশি।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণগ্রহীতা
মেয়র	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	১ ২০%
কাউন্সিলর	৩ ২.০২%	২ ১.৩৫%	৩ ২.০২%	১ ০.৬৭%	২ ১.৩৫%	২ ১.৩৫%	১৪৮ ১০০%	১৩ ৮.৭৮%
মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৯ ১০০%	০ ০%
সর্বমোট	৩ ১.৫৬%	২ ১.০৪%	৪ ২.০৮%	১ ০.৫২%	২ ১.০৪%	২ ১.০৪%	১৯২ ১০০%	১৪ ৭.২৯%

- খুলনা সিটি করপোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (২০%) দায়-দেনা ও ঋণ রয়েছে। ঋণ গ্রহণকারী মেয়র প্রার্থী হলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মিজানুর রহমান বাবু। তিনি সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক থেকে ৪০,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন।
- সাধারণ আসনের ১৪৮ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১৩ জন (৮.৭৮%) এবং সংরক্ষিত আসনের ৩৯ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে কেউই ঋণ গ্রহণ করেননি। সর্বমোট ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা মাত্র ১৪ জন (৭.২৯%)।
- মোট ১৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪ জনের (২৮.৫৭%) কোটি টাকার উপরে ঋণ রয়েছে। কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারী চারজনই সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী। ৫ কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারী ২ জন প্রার্থী হচ্ছেন ২২নং ওয়ার্ডের কাজী আবুল কালাম আজাদ বিকু এবং ১৪ নং ওয়ার্ডের শেখ মফিজুর রহমান পলাশ; তাঁরা যথাক্রমে ৩০,৪৭,৪৪,৪১৫ টাকা এবং ৬,২৫,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন।

৭. আয়কর সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
মেয়র	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	২ ৪০%
কাউন্সিলর	৫২ ৩৫.১৩%	৬ ৪.০৫%	১৬ ১০.৮১%	২ ১.৩৫%	৭ ৪.৭২%	৪ ২.৭০%	১ ০.৬৭%	১৪৮ ১০০%	৮৮ ৫৯.৪৫%
মহিলা কাউন্সিলর	১৭ ৪৩.৫৮%	২ ৫.১২%	২ ৫.১২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৯ ১০০%	২১ ৫৩.৮৪%
সর্বমোট	৭০ ৩৬.৪৫%	৮ ৪.১৬%	১৮ ৯.৩৭%	২ ১.০৪%	৮ ৪.১৬%	৪ ২.০৮%	১ ০.৫২%	১৯২ ১০০%	১১১ ৫৭.৮১%

- খুলনা সিটি করপোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর সকলেরই আয়কর বিবরণী পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে করের আওতায় পড়েছেন ২ জন। সর্বশেষ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২,৩০,৯২১ টাকা কর প্রদান করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে অপর করদাতা হলেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী এস এম শফিকুর রহমান। তিনি সর্বশেষ অর্থবছরে ৪,০০০ টাকা কর প্রদান করেছেন।
- ১৪৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৮৮ জন (৫৯.৪৫%) আয়কর প্রদানকারী। এই মধ্যে ৮৮ জনের মধ্যে ৫২ জন (৫৯.০৯%) কর প্রদান করে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম। ১২ জন (১৩.৬৩%) কাউন্সিলর প্রার্থী লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন। সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন ৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থী। এই প্রার্থীরা হচ্ছেন ২৮নং ওয়ার্ডের আজমল আহমেদ (প্রদত্ত করঃ ১১,৫২,৯৮৮ টাকা), ১৬নং ওয়ার্ডের মো. আনিছুর রহমান বিশ্বাস (প্রদত্ত করঃ ৯,৭৩,০৫৯ টাকা), ২৭নং ওয়ার্ডের জেড এ মাহমুদ ডন (প্রদত্ত করঃ ৭,০৭,৩৪২ টাকা), ১৪নং ওয়ার্ডের শেখ মফিজুর রহমান পলাশ (প্রদত্ত করঃ ৬,৪৩,৭৩৬ টাকা) এবং ৩নং ওয়ার্ডের শেখ গাউছ হোসেন (প্রদত্ত করঃ ৫,৭৩,৪৮০ টাকা)।
- ৩৯ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে মধ্যে ২১ জন (৫৩.৮৪%) আয়কর প্রদানকারী। এদের মধ্যে ১৭ জনই (৮০.৯৫%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম।
- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বমোট ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১১১ জন (৫৭.৮১%) কর প্রদানকারী। এই ১১১ জনের মধ্যে ৭০ জনই (৬৩.০৬%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী ১৩ জনের মধে ১২ জনই (৯২.৩০%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী।

একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা, প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম।

২০১৩ ও ২০১৮ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীগণের তুলনামূলক চিত্র

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮ তে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী যে সকল মেয়র প্রার্থী ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত সিটি নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের আয়, সম্পদ, দায়-দেনা ও নিট সম্পদ ইত্যাদির হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বার্ষিক আয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

আসন্ন খুলনা সিটি করপোরেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে শুধুমাত্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত সিটি নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই দুই নির্বাচনকালে হলফনামায় প্রদত্ত তাঁর বার্ষিক আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৪,৬৩,১৬,৫২৭	৬৯,৫০,৭৫০	৫,৩২,৬৭,২৭৭	৪১,৭৫,৫৫৫	১১,০০,৫৭৯	৫২,৭৬,১৩৪	-৪,৭৯,৯১,১৪৩	-৯০.০৯%

তালুকদার আব্দুল খালেকের আয় ২০১৩ সালের তুলনায় -৪,৭৯,৯১,১৪৩ টাকা হ্রাস পেয়েছে। শতকরা হারে হ্রাসের এই পরিমাণ দাঁড়ায় -৯০.০৯%।

সম্পদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক কর্তৃক ২০১৩ সাল ও ২০১৮ সালে হলফনামায় প্রদত্ত তাঁর সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৩,৮৭,০৭,৭৪৪	৬,২১,৩৩,৫৪৭	১০,০৮,৪১,২৯১	৭,৮২,৫৫,২৬৪	৪,০০,৭৬,২৯২	১১,৮৩,৩১,৫৫৬	১,৭৪,৯০,২৬৫	১৭.৩৪%

তালুকদার আব্দুল খালেকের সম্পদের পরিমাণ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ১,৭৪,৯০,২৬৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা হারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭.৩৪%।

দায়-দেনার তুলনামূলক চিত্র:

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক কর্তৃক ২০১৩ সাল ও ২০১৮ সালে হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী তাঁর দায়-দেনার চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৩,৮৫,০০০	০	৩,৮৫,০০০	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়

নিট সম্পদের চিত্র:

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
ধন-সম্পত্তি	দায়	মোট সম্পদ	ধন-সম্পত্তি	দায়	মোট সম্পদ		
৩,৮৭,০৭,৭৪৪	৩,৮৫,০০০	৩,৮৩,২২,৭৪৪	৭,৮২,৫৫,২৬৪	০	৭,৮২,৫৫,২৬৪	৩,৯৯,৩২,৫২০	১০৪.২০%

তালুকদার আব্দুল খালেকের নিট সম্পদের পরিমাণ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৩,৯৯,৩২,৫২০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা হারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৪.২০%।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারী প্রার্থী

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮ তে মেয়র পদে কোনো নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৩৯ জন প্রার্থী ছাড়াও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি হলেন ১নং ওয়ার্ডের রোজিনা বেগম রাজিয়া।

মেয়র পদপ্রার্থীদের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা

আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সাধারণত প্রায় সব সিটি করপোরেশন নির্বাচনের পূর্বেই মেয়র প্রার্থীরা নগরকে ঘিরে তাঁদের প্রত্যাশা এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরার জন্য নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন। নিম্নে খুলনা সিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের ইশতেহার নিয়ে আলোচনা করা হলো:

তালুকদার আব্দুল খালেক

খুলনাকে একটি উন্নত, আধুনিক, পরিচ্ছন্ন এবং চাঁদাবাজি ও মাদকমুক্ত নগরী হিসাবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে ৩১ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক। খুলনা নগরীতে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি তাঁর নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন।

তালুকদার আব্দুল খালেকের ঘোষিত নির্বাচনী অঙ্গীকারের মধ্যে ছিল 'সিটি গভর্নমেন্ট' ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ, খুলনা মহানগরীর উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণে পরামর্শক কমিটি গঠন, নগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণে পানি ও পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, ওয়াসা, কেডিএ, রেলওয়ে, টেলিকমিউনিকেশন ও বিদ্যুৎ পরিষেবা উন্নয়ন, কবরস্থান ও শ্মশানঘাটের উন্নয়ন, মাদকমুক্ত নগর গড়ে তোলা, নগরীতে আরও আধুনিক বিপনীকেন্দ্র ও মার্কেট তৈরি এবং এ অঞ্চলের যেসব মানুষ দেশের বাইরে আছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে খুলনাকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা, নতুন আয়ের উৎস সৃষ্টি, সিটি সেন্টার গড়ে তোলা, বিনামূল্যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি, গুরুত্ব বিবেচনা করে সড়ক উন্নয়ন, নগরীতে পার্ক-উদ্যান নির্মাণ ও বনায়ন সৃষ্টি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটানো, মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে সড়কের নামকরণ, প্রতিটি ওয়ার্ডে ক্রীড়া উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ, সোলার পার্ক আধুনিকায়ন, বধ্যভূমিগুলোর স্মৃতি সংরক্ষণ, কেসিসিকে দুর্নীতিমুক্তকরণ, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান, সুইমিং পুল স্থাপন, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের সহায়তা প্রদান, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ, নগরীর সৌন্দর্যবর্ধনে আরও উদ্যোগ গ্রহণ, তিনটি নতুন থানা পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা, আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ, খালিশপুর ও রূপসা শিল্পাঞ্চলের উন্নয়ন, কেসিসিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং খুলনা মহানগরীর সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ।

তালুকদার আব্দুল খালেক জানান, তিনি মেয়র নির্বাচিত হলে ধাপে ধাপে উপরোক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করবেন। এ ক্ষেত্রে জনসাধারণের মতামতকে প্রাধান্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন (*ইত্তেফাক*, ২৫ এপ্রিল ২০১৮)।

নুরুল ইসলাম মঞ্জুঃ

বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু 'গ্রীন খুলনা, ক্লিন খুলনা' গড়ার লক্ষ্যে ১৯ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন। তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে উক্ত ইশতেহার ঘোষণা করেন।

ইশতেহারের এক নাম্বারেই মহানগরে নাগরিক শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের বিষয়টি রাখা হয়েছে। ইশতেহারের অন্যান্য পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে– নাগরিক পরিকল্পনার প্রবর্তন, নাগরিক মর্যাদা ও সম্মান সংরক্ষণ এবং গুণীজন সম্মাননা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহনশীল শহর হিসেবে গড়ে তোলা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য সংরক্ষণ, শিশু-বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সহায়ক পরিকল্পনা, মাদক বিরোধী খুলনা গড়ার অঙ্গীকার, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান, নগরবাসীর স্বাস্থ্য উন্নয়ন, মহানগরীর পার্ক, উদ্যান ও বৃক্ষ সংরক্ষণ, ক্রীড়া, বিনোদন ও শরীর চর্চার সুযোগ সৃষ্টি, ভেজাল মুক্ত বিশুদ্ধ খাদ্য সরবরাহ, মহানগরীর সড়ক উন্নয়ন ও বর্জ্য-বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, খালিশপুর শিল্পাঞ্চল পুনরুজ্জীবনের পদক্ষেপ, শিল্প ও কলকারখানা স্থাপনে সহযোগিতা দান, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন, বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন রক্ষায় ভূমিকা পালন এবং হোল্ডিং ট্যাক্স বৃদ্ধি না করে নতুন হোল্ডিং প্রাপ্তি সহজীকরণ, যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান সহজতরকরণ, ক্ষুদ্র যানবাহনের লাইসেন্স প্রাপ্তির অজুহাতে টোকেন বাণিজ্যের নামে অবৈধ ব্যবসা রোধ, শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ওয়াইফাই তথা ইন্টারনেট ব্যবহার, তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ফ্রি ল্যান্সিং সেন্টার স্থাপন, সিটি করপোরেশনের আয়ের উৎস্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন মার্কেট নির্মাণ, খুলনার শিল্প বিকাশের স্বার্থে পাইপ লাইনে গ্যাস সংযোগ পেতে ভূমিকা পালন, কেসিসির প্রশাসনিক কাঠামো ঢেলে সাজানো, শ্রমিক-কর্মচারীদের ৯০ মাসের গ্রাচ্যুইটি ফান্ড গঠন, হকার, ক্ষুদ্র যানবাহন শ্রমিক-সহ সকল পর্যায়ের শ্রমিকদের পাশে থাকা, হতদরিদ্র ও ছিন্নমুলদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ।

ইশতেহার ঘোষণা শেষে নজরুল ইসলাম মঞ্জু জানান, তিনি মেয়র নির্বাচিত হলে খুলনা সিটি করপোরেনকে একটি 'নাগরিক শাসন' ভিত্তিক জবাবদিহিমূলক, গণতান্ত্রিক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে। নাগরিকদের ইচ্ছাতেই সিটি করপোরেশন পরিচালনা করা হবে। নগর ভবন হবে জনতার ভবন। যে কোনো প্রয়োজনে বাধাহীনভাবে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং মেয়রের দরজা সকল নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত থাকবে (*যুগান্তর*, ২৭ এপ্রিল ২০১৮)।

মুজাম্মিল হকঃ

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী মুজাম্মিল হক এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁর নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর ২৫ দফার নির্বাচনী ইশতেহারে খুলনা সিটি নির্বাচনে নাগরিক সেবা বৃদ্ধি, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিমূলক সিটি করপোরেশন গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি নির্বাচনে বিজয়ী হলে নগরীতে ন্যায়বিচার ও নাগরিক সেবা প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, সুপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নতুন শিল্পাঞ্চল গঠন, বৃদ্ধাশ্রম, বয়স্কভাতা, সংখ্যালঘু ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের আশ্বাস দেন (*বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, ৩০ এপ্রিল ২০১৮)।

এস এম শফিকুর রহমান (মুশফিক):

জাতীয় পার্টি (জাপা) মনোনীত মেয়র প্রার্থী এস এম শফিকুর রহমান (মুশফিক) এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁর নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন। তাঁর ১৫ দফা ইশতেহার হচ্ছে– সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, পরিকল্পনা ও পরামর্শক কমিটি গঠন, সিটি করপোরেশনকে দুর্নীতিমুক্ত করা, মাদকাসক্তদের তবলীগের সাথী করা এবং প্রতিটি থানায় নিরাময় কেন্দ্র গড়ে তুলে ফ্রি চিকিৎসার মাধ্যমে মহানগরীকে মাদকমুক্ত নগরী হিসেবে গড়ে তুলবো, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান, নগরবাসীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, মহানগরীর সড়ক উন্নয়ন ও বর্জ্য-বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুইমিং পুল স্থাপন করা হবে, মহানগরীতে বিনোদন পার্ক, চিড়িয়াখানা, উদ্যান ও বৃক্ষ সংরক্ষণ, নতুন আয়ের উৎস সৃষ্টি করা, শিক্ষাবৃত্তি ও গুণীজন সম্মাননা, খেলাধুলার উন্নয়ন, খালিশপুর, দৌলতপুর ও রূপসা শিল্পাঞ্চল পুনরুজ্জীবন ও বেকারত্ব দূরীকরণে পদক্ষেপ নেয়া, নতুন ট্যাক্স বা কর বৃদ্ধি না করে ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতির আধুনিকায়ন করে ই-গভর্নেন্স'র আওতায় আনা, সিটিজেন চার্টার যথাযথভাবে অনুসরণ ও প্রতিবছর হালনাগাদের ব্যবস্থা করা, কেসিসি'র তত্ত্বাবধানে নগর পরিবহণ চালু করা এবং নগরীর মধ্যে চলাচলকারী যানবাহনের কিলোমিটার অনুযায়ী ভাড়ার তালিকা প্রণয়ন করা, নগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সাথে খানজাহান আলী (রহঃ) সেতুর বাইপাস সড়ক স্থাপন এবং সড়কসমূহ প্রশস্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা (*বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, ৩০ এপ্রিল ২০১৮)।

মিজানুর রহমান বাবু:

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি মনোনীত ও বাসদ-বাম গণতান্ত্রিক মোর্চ সমর্থিত মিজানুর রহমান বাবু এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁর ১৭ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন। ইশতেহারের উল্লেখযোগ্য দফাগুলো ছিল– স্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, অনিয়ম-দুর্নীতিমুক্ত সিটি করপোরেশন, জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ, বন্ধ কল-কারখানা চালু ও হকার পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, প্রকৃতি ও পরিবেশ, স্বাস্থ্য পরিসেবা ও চিকিৎসা, দরিদ্র বান্ধব আবাসন, শহরে সুপেয় পানি সরবরাহ, বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন, স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা, সড়ক-মহাসড়ক সংস্কার, যানজট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, অপরাধ, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত পরিবেশ, নারী সমাজের উন্নয়ন, সবার ধর্ম পালনের অধিকার, শিশু-কিশোরদের সুরক্ষা, নিজস্ব নতুন আয়ের উৎস্য ও অন্যান্য এবং সুন্দরবন রক্ষা (*বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, ২৭ এপ্রিল ২০১৮)।

নির্বাচনকালীন চিত্র ও তথ্য:

নির্বাচনের দিনের চিত্র (গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের আলোকে)

'প্রথম আলো' ও 'বিবিসি বাংলা' ও 'সমকাল'-এর (১৫ ও ১৬ মে ২০১৮) প্রতিবেদনের আলোকে নিম্নে নির্বাচনের দিনের চিত্র তুলে ধরা হলো (প্রতিবেদনগুলো ইষৎ সংক্ষেপিত):

'প্রথম আলো'র প্রতিবেদনের আলোকে নির্বাচনের দিনের চিত্র:

১৫ মে ২০১৮, 'খুলনায় ভোটার উপস্থিতি ছিল কম' শিরোনামে প্রথম আলোতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়: 'খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষে হয়েছে। ... এই নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কিছুটা কম হয়েছে বলে মনে করছেন নির্বাচন কর্মকর্তারা। ... দিনভর ভোটে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে নানা অনিয়ম, অভিযোগ, ব্যালট পেপারে জোরপূর্বক সিল মারার ঘটনা ঘটেছে। আবার ভালো ভোটও হয়েছে অনেক কেন্দ্রে। খুলনা ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী বলছেন, ভোট ভালো হয়েছে। অন্যদিকে বিএনপির প্রার্থী বলছেন, অন্তত ৪০টি কেন্দ্রে অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। ... অনিয়ম ও বুথ দখল করে ভোট দেওয়ার কারণে খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দুটি ভোটকেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে। ... এ ছাড়া আরও অন্তত তিনটি কেন্দ্রে ভোট কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখতে বাধ্য হন প্রিসাইডিং কর্মকর্তারা। খুলনায় ভোট নিয়ে শুরু থেকেই ছিল নানা শঙ্কা। তবে এই নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলাজনিত বড় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। বিএনপির একজন এজেন্ট সেলিম কাজীকে মেরে রক্তাক্ত করার ঘটনা ঘটেছে।'

১৫ মে ২০১৮, প্রথম আলোর অনলাইনে আরও কয়েকটি শিরোনাম ছিল এরকম: ১. খুলনায় সিটি নির্বাচনে বাবার সঙ্গে ভোট দিল দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া ছেলে; ২. জোর করে নৌকা ও ঘুড়ি মার্কায় সিল, ৪৫ ব্যালট বাতিল; ৩. পোলিং এজেন্টকে মারধর ও কেন্দ্রে থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ; ৪. জোর করে নৌকা ও ঘুড়ি মার্কায় সিল, ৪৫ ব্যালট বাতিল।

'বিবিসি বাংলা'র প্রতিবেদনের আলোকে নির্বাচনের দিনের চিত্র:

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনের সার্বিক মূল্যায়ন তুলে ধরে ১৭ মে ২০১৮, 'বিবিসি বাংলার সংবাদদাতার চোখে বাংলাদেশে খুলনা সিটি করপোরেন নির্বাচন' শিরোনামে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিবিসি বাংলা। বিবিসির সাংবাদিক আবুল কালাম আজাদের করা উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়: 'ভোটের দিন সকাল থেকে খুলনা শহরে বেশকটি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করেছি। সকালের দিকে যারা ভোট দিতে এসেছেন তারা অনেকেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ভোটের পরিবেশও ছিল দৃশ্যত শান্তিপূর্ণ। কিন্তু সকাল থেকেই বিএনপির প্রার্থী অভিযোগ করেন, ৪০টি কেন্দ্রে তাদের এজেন্টদের ঢুকতে দেয়া হয়নি। কোথাও ভয়-ভীতি দেখিয়ে এবং কোথাও মারধর করে বের করে দেয়া হয়েছে। এমন অভিযোগও পাওয়া যায় যে আওয়ামী লীগের কর্মীরা দেখানোর জন্য ধানের শীষের ব্যাজ পরে বিএনপির প্রার্থীর এজেন্ট সেজে বসে আছে। যদিও আওয়ামী লীগের পক্ষে এসব অভিযোগ নাকচ করা হয়।'

প্রতিবেদনে বলা হয়, 'কিছু কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে যে বিএনপির এজেন্টরা সত্যিই অনুপস্থিত। আর অন্যদিকে, সব কেন্দ্রে এবং কেন্দ্রের বাইরে নৌকা মার্কার ব্যাজপরা কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি। ভোটকেন্দ্রগুলো কার্যত নৌকার কর্মীদের টহল এবং

নিয়ন্ত্রণে ছিল বলেই মনে হয়েছে। পরিচয় গোপন রেখে কয়েকজন জানান, 'কিছু কেন্দ্রে দলবেঁধে ঢুকে ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে ভোট কাটার ঘটনা ঘটেছে। প্রকাশ্যে কোনো দাঙ্গা হাঙামা না বাঁধিয়ে সু-কৌশলে কাজ হয়েছে। দুপুরের পর কয়েক জায়গা থেকে ভোটে অনিয়মের ব্যাপক অভিযোগ আসে। যে কারণে তিনটি কেন্দ্রের ভোট বন্ধ করে দেয়া হয়। অনেকে ভোট দিতে এসে হতাশ হয়ে সেসব কেন্দ্র থেকে ফেরত গিয়েছেন।'

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, 'ভোটের প্রকৃত অবস্থা বোঝার জন্য একটি কেন্দ্রে ভোট গণনার সময় উপস্থিত ছিলাম। ওই কেন্দ্রে ৬৮ শতাংশের ওপরে ভোট পড়েছে। ব্যালট বাক্স থেকে বের করে গণনার সময় দেখেছি কিছু ব্যালটের পেছনে সিল এবং স্বাক্ষর আছে। কিছু ব্যালটের পেছনে দেখেছি সিলমোহর আছে কিন্তু স্বাক্ষর নেই। আবার কিছু দেখেছি সিল স্বাক্ষর কিছুই নেই। নির্বাচনী কর্মকর্তারা ভোট গণনার এক পর্যায়ে স্বাক্ষরবিহীন একটি ব্যালট প্রিজাইডিং অফিসারকে দেখালে তিনি অবৈধ ঘোষণা করেন। পরক্ষণেই একইরকম একগাদা ব্যালট তার হাতে দেয়া হলে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। ওই সবগুলো ব্যালটই ছিল নৌকা মার্কায় দেয়া ভোট। পরে ভোটকেন্দ্রে অবস্থানরত পুলিশের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালটে স্বাক্ষরবিহীন ভোট বৈধ হিসেবে গণনার নির্দেশ দেন। এরপর আর ব্যালটে স্বাক্ষর আছে কিনা সেটি খতিয়ে দেখা হয়নি।'

প্রতিবেদনের শেষভাগে বলা হয়: 'ভোটের পর খুলনার অনেকেই নির্বাচন কমিশনের প্রতি তাদের আস্থা কমেছে বলেই জানিয়েছেন। সার্বিকভাবে খুলনার এ ভোট নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেননি পর্যবেক্ষকরাও।'

'সমকালে'র প্রতিবেদনের আলোকে নির্বাচনের দিনের চিত্র:

১৬ মে ২০১৮, 'জয়ের বন্দরে নৌকা' শীর্ষক সমকালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়: 'সকাল ৮টা থেকে উৎসবমুখর পরিবেশে শুরু হয় কেসিসি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। সকাল ৮টায় নগরীর ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের পল্লীমঙ্গল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। নগরীর ২৮৯টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে এই কেন্দ্রের ভোটার সর্বাধিক দুই হাজার ৮৭৩ জন। ভোটাররা জানান, তারা নির্বিঘ্নে ভোট দিয়েছেন। সকাল সাড়ে ৮টায় খুলনা জিলা স্কুল কেন্দ্রের সামনে গিয়ে দেখা যায় একটি রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের জটলা। দুপুর ১২টার দিকে নগরীর ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের আবদুল গণি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে বিএনপি কর্মী গোলাম মোস্তফা ও সুমন হাওলাদারকে মারধর করা হয়। নগরীর ২২ নম্বর ওয়ার্ডের ফাতিমা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়ার অভিযোগে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ভোট গ্রহণ কিছু সময়ের জন্য স্থগিত করেন প্রিসাইডিং অফিসার জিয়াউল হক। পল্লীমঙ্গল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের সামনে সকাল পৌনে ৯টায় নৌকা প্রতীকের অনেক নেতাকর্মীকে দেখা যায়। সকাল সাড়ে ১১টায় দৌলতপুর থানার বীণাপাণি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনেও ছিল একই দৃশ্য। সকাল ৯টায় ২২ নম্বর ওয়ার্ডের জিলা স্কুল কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেছে, ভোটার উপস্থিতি কম। সকাল সাড়ে ৯টায় জিলা স্কুলের নতুন একাডেমিক ভবনে (১৭৯ নম্বর কেন্দ্র) উপস্থিত হন বিএনপির মেয়র প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু। প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে তিনি জানতে চান, তার পোলিং এজেন্ট নেই কেন? প্রিসাইডিং অফিসার তাকে বলেন, কেন্দ্রে না এলে তার কী করার আছে? এ সময় নজরুল ইসলাম মঞ্জু সাংবাদিকদের বলেন, ৪০টি কেন্দ্রে মারধর করে তার পোলিং এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছে।'

প্রতিবেদনে জাল ভোট দিতে গিয়ে প্লাটিনাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রমিকদের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া, ভোট শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট আগে সকাল পৌনে ৮টায় ৩০নং ওয়ার্ডে রূপসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বিএনপি প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জুর পোলিং এজেন্ট সেলিম কাজীকে পিটিয়ে আহত করা এবং ৩১নং ওয়ার্ডে হাজি আবদুল মালেক দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্র ও লবণচরা প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে বিএনপি প্রার্থীর ক্যাম্পে ভাঙচুর হওয়া ও সে ভোটকেন্দ্র থেকে দলটির পোলিং এজেন্টদেরও বের করে দেওয়ার সংবাদ তুলে ধরা হয়।

নির্বাচিত প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনের পর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' বিজয়ীদের হলফনামা ও আয়কর বিবরণীতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহায়তায় ভোটারদের সামনে উপস্থাপন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল ভোটাররা কী ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করলেন তা তুলে ধরা। নিশ্চয়ই ভোটাররা এই বিশ্লেষণ থেকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক অনুষঙ্গসমূহ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন; যা ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে মেয়র-সহ নব-নির্বাচিত সকল কাউন্সিলর প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	২ ৪০%	০ ০%	০ ০%	৩ ৬০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	৫ ১৬.১২%	৯ ২৯.০৩%	৬ ১৯.৩৫%	৮ ২৫.৮০%	৩ ৯.৬৭%	০ ০%	৩১ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৪৭ ৩১.৭৫%	৩৯ ২৬.৩৫%	২৫ ১৬.৮৯%	২৪ ১৬.২১%	১১ ৭.৪৩%	২ ১.৩৫%	১৪৮ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৩ ৩০%	২ ২০%	০ ০%	৫ ৫০%	০ ০%	০ ০%	১০ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	২১ ৫৩.৮৪%	৭ ১৭.৯৪%	২ ৫.১২%	৬ ১৫.৩৮%	৩ ৭.৬৯%	০ ০%	৩৯ ১০০%
মোট বিজয়ী	৮ ১৯.০৪%	১১ ২৬.১৯%	৬ ১৪.২৮%	১৪ ৩৩.৩৩%	৩ ৭.১৪%	০ ০%	৪২ ১০০%
মোট প্রার্থী	৭০ ৩৬.৪৫%	৪৬ ২৩.৯৫%	২৭ ১৪.০৬%	৩৩ ১৭.১৮%	১৪ ৭.২৯%	২ ১.০৪%	১৯২ ১০০%

- নবনির্বাচিত ৩১ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জনের (১৬.১২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ৯ জনের (২৯.০৩%) এসএসসি এবং ৬ জনের (১৯.৩৫%) জনের এইচএসসি, ৮ জনের (২৫.৮০%) স্নাতক এবং ৩ জনের (৯.৬৭%) স্নাতকোত্তর।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জনের (৩০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ২ জনের (২০%) এসএসসি এবং ৫ জনের (৫০%) জনের স্নাতক।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪২ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৯ জনেরই (৪৫.২৩%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার নিচে। পক্ষান্তরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীর সংখ্যা ১৭ জন (৪০.৪৭%)। ৪২ জন নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৮ জন (১৯.০৪%) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি।
- নির্বাচনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ২৪.৪৭% (১৯২ জনের মধ্যে ৪৭ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৪০.৪৭% (৪২ জনের মধ্যে ১৭ জন)। অপরদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো ৩৬.৪৫% (১৯২ জনের মধ্যে ৭০ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১৯.০৪% (৪২ জনের মধ্যে ৮ জন)। বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় উচ্চশিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার যেমন বেশি, তেমনি স্বল্পশিক্ষিতদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নর্বাচিত হওয়ার হার কম। বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	১ ২০%	৩ ৬০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	১ ৩.২২%	২৬ ৮৩.৮৭%	৩ ৯.৬৭%	০ ০%	০ ০%	১ ৩.২২%	০ ০%	৩১ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৭ ৪.৭২%	১১৩ ৭৬.৩৫%	১০ ৬.৭৫%	২ ১.৩৫%	০ ০%	৬ ৪.০৫%	১০ ৬.৭৫%	১৪৮ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	১ ১০%	০ ০%	১ ১০%	৩ ৩০%	১ ১০%	৪ ৪০%	১০ ১০০%

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	০ ০%	১০ ২৫.৬৪%	১ ২.৫৬%	১ ২.৫৬%	১৫ ৩৮.৪৬%	২ ৫.১২%	১০ ২৫.৬৪%	৩৯ ১০০%
মোট বিজয়ী	১ ২.৩৮%	২৮ ৬৬.৬৬%	৩ ৭.১৪%	১ ২.৩৮%	৩ ৭.১৪%	২ ৪.৭৬%	৪ ৯.৫২%	৪২ ১০০%
মোট প্রার্থী	৮ ৪.১৬%	১২৬ ৬৫.৬২%	১১ ৫.৭২%	৩ ১.৫৬%	১৫ ৭.৮১%	৯ ৪.৬৮%	২০ ১০.৪১%	১৯২ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকের পেশা ব্যবসা।
- নবনির্বাচিত ৩১ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৬ জনই (৮৩.৮৭%) ব্যবসায়ী।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জন (৩০%) গৃহিণী। পেশা উল্লেখ না করা ৪ জনসহ হিসেব করলে শতকরা হার দাঁড়ায় ৭০% (৭ জন)। বাকি ৩ জনের মধ্যে ১ জন (১০%) ব্যবসায়ী এবং ১ জন (১০%) আইনজীবী। তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে সংরক্ষিত ৬নং ওয়ার্ডের শেখ আমেনা হালিম বেবী এবং সংরক্ষিত ৫নং ওয়ার্ডের মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪২ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৮ জনই (৬৬.৬৬%) ব্যবসায়ী।
- পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় সামান্য বেশি। কেননা, ৩টি পদে ৬৫.৬২% (১৯২ জনের মধ্যে ১২৬ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৬৬.৬৬% (৪২ জনের মধ্যে ২৮ জন)।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত খুলনা সিটি করপোরেন নির্বাচনে বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	২ ৪০%	৩ ৬০%	১ ২০%	১ ২০%	২ ৪০%	০ ০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	৪ ১২.৯০%	১১ ৩৫.৪৮%	১ ৩.২২%	৩ ৯.৬৭%	৩ ৯.৬৭%	০ ০%	৩১ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৩০ ২০.২৭%	৩৭ ২৫%	৪ ২.৭০%	৮ ৫.৪০%	১৪ ৯.৪৫%	১ ০.৬৭%	১৪৮ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	১ ১০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১০ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	০ ০%	১ ২.৫৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৯ ১০০%
মোট বিজয়ী	৪ ৯.৫২%	১৩ ৩০.৯৫%	১ ২.৩৮%	৩ ৭.১৪%	৩ ৭.১৪%	০ ০%	৪২ ১০০%
মোট প্রার্থী	৩২ ১৬.৬৬%	৪১ ২১.৩৫%	৫ ২.৬০%	৯ ৪.৬৮%	১৬ ৮.৩৩%	১ ০.৫২%	১৯২ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকের বিরুদ্ধে অতীতে ৯টি ফৌজদারি মামলা ছিল; তবে বর্তমানে নেই। অতীত মামলাসমূহের মধ্যে ৩০২ ধারার মামলা ছিল ৪টি; যা থেকে তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪ জনের (১২.৯০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অতীতে ছিল ১১ জনের (৩৫.৪৮%) বিরুদ্ধে। ৩ জনের (৯.৬৭%) অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে।

৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ১ জনের (৩.২২%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ছিল ৩ জনের (৯.৬৭%)। বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে ৭নং ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর মো. সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে এবং অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা ছিল ৫নং ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর শেখ মোহাম্মাদ আলী, ১৬নং ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর মো. আনিছুর রহমান বিশ্বাস এবং ২১নং ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর মো. শামসুজ্জামান মিয়া স্বপনের বিরুদ্ধে।

- নবনির্বাচিত ৮ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জনের (১০%) বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল। তিনি হচ্ছেন সংরক্ষিত ৬নং ওয়ার্ডের শেখ আমেনা হালিম বেবী।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪২ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৪ জনের (৯.৫২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১৩ জনের (৩০.৯৫%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৩ জনের (৭.১৪%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ১ জনের (২.৩৮%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ছিল ৩ জনের (৭.১৪%)।
- প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ১৬.৬৬% (১৯২ জনের মধ্যে ৩২ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৯.৫২% (৪২ জনের মধ্যে ৪ জন); প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে অতীতে ২১.৩৫% (১৯২ জনের মধ্যে ৪১ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৩০.৯৫% (৪২ জনের মধ্যে ১৩ জন); উভয় সময়ে মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৮.৩৩% (১৯২ জনের মধ্যে ১৬ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৭.১৪% (৪২ জনের মধ্যে ৩ জন)। ৩০২ ধারায় মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ২.৬০% (১৯২ জনের মধ্যে ৫ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ২.৩৮% (৪২ জনের মধ্যে ১ জন) এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৪.৬৮% (১৯২ জনের মধ্যে ৯ জন)-এর বিরুদ্ধে অতীতে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৭.১৪% (৪২ জনের মধ্যে ৩ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, ৩০২ ধারাসহ অতীত মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি হলেও অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে তা কম।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	২ ৪০%	১ ২০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	১ ২০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	২ ৬.৪৫%	১১ ৩৫.৪৮%	১৩ ৪১.৯৩%	১ ৩.২২%	১ ৩.২২%	১ ৩.২২%	২ ৬.৪৫%	৩১ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৩৫ ২৩.৬৪%	৬৫ ৪৩.৯১%	৩২ ২১.৬২%	২ ১.৩৫%	১ ০.৬৭%	১ ০.৬৭%	১২ ৮.১০%	১৪৮ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	২ ২০%	৫ ৫০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ৩০%	১০ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	১০ ২৫.৬৪%	১৩ ৩৩.৩৩%	২ ৫.১২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১৪ ৩৫.৮৯%	৩৯ ১০০%
মোট বিজয়ী	৪ ৯.৫২%	১৬ ৩৮.০৯%	১৩ ৩০.৯৫%	১ ২.৩৮%	২ ৪.৭৬%	১ ২.৩৮%	৫ ১২.৯০%	৪২ ১০০%
মোট প্রার্থী	৪৫ ২৩.৪৩%	৮০ ৪১.৬৬%	৩৫ ১৮.২২%	২ ১.০৪%	২ ১.০৪%	১ ০.৫২%	২৭ ১৪.০৬%	১৯২ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেকের বার্ষিক আয় ৫২,৭৬,১৩৪ টাকা।
- নবনির্বাচিত ৩১ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৩ জন (৪১.৯৩%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। আয় উল্লেখ না করা ২ জনসহ এই হার দাঁড়ায় ৪৮.৩৮% (১৫ জন)। বছরে কোটি টাকার অধিক আয় করেন ১ জন (৩.২২%)। তিনি হচ্ছেন ২৮নং ওয়ার্ডের আজমল আহমেদ। তিনি বছরে ১,৩৪,২৯,৮৭৫ টাকা আয় করেন।

- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জন (৭০%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। আয় উল্লেখ না করা ৩ জনকে ধরলে এই হার দাঁড়ায় ১০০% (১০ জন)।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪২ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২০ জনের (৪৭.৬১%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ৫ জনসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫ জনে (৫৯.৫২%)। নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে কোটি টাকার অধিক আয়কারী রয়েছেন ১ জন (২.৩৮%)।
- বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ৬৫.১০% (১৯২ জনের মধ্যে ১২৫ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। আয় উল্লেখ না করা ২৭ জনসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা ছিল ১৫২ জন (৭৯.১৬%)। একই পরিমাণ আয়কারী নির্বাচিত হয়েছেন ৪৭.৬১% (২০ জন)। আয় উল্লেখ না করা ৩ জনসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫ জন (৫৯.৫২%)। অপরদিকে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারী ৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সকলেই (১০০%) নির্বাচিত হয়েছেন; সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মধ্যে এই হার দাঁড়ায় ৭.১৪%।
- বিশ্লেষণে বলা যায় যে, স্বল্প আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম (৭৯.১৬% এর স্থলে ৫৯.৫২%) হলেও অপেক্ষাকৃত অধিক আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি (১.৫৬% এর স্থলে ৭.১৪%)।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য:

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	৪ ৮০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	১০ ৩২.২৫%	৮ ২৫.৮০%	৪ ১২.৯০%	৩ ৯.৬৭%	০ ০%	০ ০%	৬ ১৯.৩৫%	৩১ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৭৭ ৫২.০২%	২৭ ১৮.২৪%	৬ ৪.০৫%	৩ ২.০২%	১ ০.৬৭%	০ ০%	৩৪ ২২.৯৭%	১৪৮ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৬ ৬০%	৩ ৩০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০%	১০ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	২৮ ৭১.৭৯%	৭ ১৭.৯৪%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৪ ১০.২৫%	৩৯ ১০০%
মোট বিজয়ী	১৬ ৩৮.০৯%	১১ ২৬.১৯%	৪ ৯.৫২%	৩ ৭.১৪%	০ ০%	১ ২.৩৮%	৭ ১৬.৬৬%	৪২ ১০০%
মোট প্রার্থী	**১০৯ ৫৬.৭৭%**	**৩৪ ১৭.৭০%**	**৬ ৩.১২%**	**৩ ১.৫৬%**	**১ ০.৫২%**	**১ ০.৫২%**	**৩৮ ১৯.৭৯%**	**১৯২ ১০০%**

- নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকের সম্পদের পরিমাণ ১১,৮৩,৩১,৫৫৬ টাকা।
- নবনির্বাচিত ৩১ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে শতকরা ৩২.২৫% ভাগের (১০ জন) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। আয় উল্লেখ না করা ৬ জনসহ হিসেব করলে এই হার দাঁড়ায় ৫১.৬১% (১৬ জন)। ৩ জন কাউন্সিলরের (৯.৬৭%) ৫০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে।
- নবনির্বাচিত ৮ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৬ জনের (৬০%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। সম্পদ উল্লেখ না করা ১ জনসহ এই হার দাঁড়ায় ৭০% (৭ জন)।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪২ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৬ জনের (৩৮.০৯%) সম্পদের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার কম। সম্পদের বিবরণ উল্লেখ না করা সাতজন-সহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩ জন (৫৪.৭৬%)। কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ১ জন (২.৩৮%)।

- ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০৯ জনই (৫৬.৭৭%) ছিলেন ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের বিবরণ উল্লেখ না করা ৩৮ জনসহ এই সংখ্যা ছিল ১৪৭ জন (৭৬.৫৬%)। এদিকে নবনির্বাচিত ৪২ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে এই হার ৩৮.০৯% (১৬ জন)। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ৭ জনসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩ জন (৫৪.৭৬%)। অপরদিকে কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ২ জন (১.০৪%) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১ জন (২.৩৮%)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কম সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও অধিক সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।
- প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। তাই অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে আরও বেশি।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণগ্রহীতা
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	১ ২০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	০ ০%	২ ৬.৪৫%	১ ৩.২২%	১ ৩.২২%	১ ৩.২২%	১ ৩.২২%	৩১ ১০০%	৬ ১৯.৩৫%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৩ ২.০২%	২ ১.৩৫%	৩ ২.০২%	১ ০.৬৭%	২ ১.৩৫%	২ ১.৩৫%	১৪৮ ১০০%	১৩ ৮.৭৮%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১০ ১০০%	০ ০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৯ ১০০%	০ ০%
মোট বিজয়ী	০ ০%	২ ৪.৭৬%	১ ২.৩৮%	১ ২.৩৮%	১ ২.৩৮%	১ ২.৩৮%	৪২ ১০০%	৬ ১৪.২৮%
মোট প্রার্থী	৩ ১.৫৬%	২ ১.০৪%	৪ ২.০৮%	১ ০.৫২%	২ ১.০৪%	২ ১.০৪%	১৯২ ১০০%	১৪ ৭.২৯%

- নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকের কোনো ঋণ নেই।
- নবনির্বাচিত ৩১ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ঋণগ্রহীতা মাত্র ৬ জন (১৯.৩৫%)। ঋণগ্রহীতা এই ৬ জনের মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ রয়েছে মাত্র ২ জনের (৩৩.৩৩%)। সর্বোচ্চ ৩০,৪৭,৪৪,৪১৫.০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন ২২নং ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর কাজী আবুল কালাম আজাদ বিকু।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে কোনো ঋণগ্রহীতা নেই।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪২ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ঋণগ্রহীতা মাত্র ৬ জন (১৪.২৮%)।
- নির্বাচনে মোট ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪ জন (৭.২৯%) ঋণগ্রহীতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নবনির্বাচিত ৪২ জনের মধ্যে এই সংখ্যা ৬ জন (১৪.২৮%)। বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঋণগ্রহীতাদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

৭. কর সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	২ ৪০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	৭ ২২.৫৮%	৩ ৯.৬৭%	৭ ২২.৫৮%	১ ৩.২২%	৪ ১২.৯০%	২ ৬.৪৫%	১ ৩.২২%	৩১ ১০০%	২৫ ৮০.৬৪%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৫২ ৩৫.১৩%	৬ ৪.০৫%	১৬ ১০.৮১%	২ ১.৩৫%	৭ ৪.৭২%	৪ ২.৭০%	১ ০.৬৭%	১৪৮ ১০০%	৮৮ ৫৯.৪৫%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৭ ৭০%	১ ১০%	১ ১০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১০ ১০০%	৯ ৯০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	১৭ ৪৩.৫৮%	২ ৫.১২%	২ ৫.১২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৯ ১০০%	২১ ৫৩.৮৪%
মোট বিজয়ী	১৪ ৩৩.৩৩%	৪ ৯.৫২%	৮ ১৯.০৪%	১ ২.৩৮%	৫ ১১.৯০%	২ ৪.৭৬%	১ ২.৩৮%	৪২ ১০০%	৩৫ ৮৩.৩৩%
মোট প্রার্থী	৭০ ৩৬.৪৫%	৮ ৪.১৬%	১৮ ৯.৩৭%	২ ১.০৪%	৮ ৪.১৬%	৪ ২.০৮%	১ ০.৫২%	১৯২ ১০০%	১১১ ৫৭.৮১%

- নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক একজন করদাতা। তিনি সর্বশেষ অর্থবছরে ২,৩০,৯২১ টাকা কর প্রদান করেছেন।
- নবনির্বাচিত ৩১ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৫ জন (৮০.৬৪%) করদাতা। করদাতা ২৫ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জন (২৮%) সর্বশেষ অর্থবছরে লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন। সর্বোচ্চ ৫ লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন ৩ জন (১২%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী। তাঁরা হচ্ছেন, ২৮নং ওয়ার্ডের আজমল আহমেদ (প্রদত্ত কর: ১১,৫২,৯৮৮ টাকা), ১৬ নং ওয়ার্ডের মো. আনিছুর রহমান বিশ্বাস (প্রদত্ত কর: ৯,৭৩,০৫৯ টাকা), ২৭নং ওয়ার্ডের জেড এ মাহমুদ ডন (প্রদত্ত কর: ৭,০৭,৩৪২ টাকা)।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরদের মধ্যে ৯ জন (৯০%) করদাতা।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪২ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩৫ জন (৮৩.৩৩%) করদাতা। এই ৩৫ জনের মধ্যে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম কর প্রদান করেন ১৪ জন (৪০%) এবং লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ৮ জন (২২.৮৫%)।
- নির্বাচনে সর্বমোট ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১১ জন (৫৭.৮১%) ছিলেন কর প্রদানকারী। নবনির্বাচিত ৪২ জনের মধ্যে কর প্রদানকারী ৩৫ জন (৮৩.৩৩%)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কর প্রদানকারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।
- একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা, প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম বলে আমরা মনে করি।

নির্বাচনের ফলাফল ও ফলাফল বিশ্লেষণ

মেয়র পদে নির্বাচনের ফলাফল

খুলনা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮ তে মেয়র নির্বাচিত হন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক। তিনি ঘোষিত ২৮৬টি কেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী নৌকা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১ লাখ ৭৪ হাজার ৮৫১ ভোট (মোট কেন্দ্র ২৮৯টি)। বিগত নির্বাচনে (২০১৩) আওয়ামী লীগের সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে তালুকদার আব্দুল খালেক পেয়েছিলেন ১ লাখ ১৯ হাজার ৪২২টি ভোট। এবারের নির্বাচনে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে বিএনপির প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু পেয়েছেন ১ লাখ ৯ হাজার ২৫১ ভোট। অর্থাৎ বিএনপির প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু চেয়ে ৬৫ হাজার ৬০০ ভোট বেশি পেয়ে তালুকদার আব্দুল খালেক মেয়র নির্বাচিত হন।

নির্বাচনে ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৯৩ জনের মধ্যে ৩ লাখ ৬ হাজার ৬৩৬ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৬২.১৯।

মেয়র পদে নির্বাচনের ফলাফল

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম (মেয়র পদে)	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্ত ভোটের হিসাব	
				প্রাপ্ত ভোট (টি)	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা
১.	তালুকদার আব্দুল খালেক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	১,৭৪,৮৫১	৩৫.৪৬
২.	নজরুল ইসলাম মঞ্জু	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	ধানের শীষ	১,০৯,২৫১	২২.১৫
৩.	জাতীয় পার্টি	এস এম শফিকুর রহমান	লাঙ্গল	১,০৭২	০.২১
৪.	মুজাম্মিল হক	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	হাতপাখা	১৪,৩৬৩	২.৯১
৫.	মিজানুর রহমান বাবু	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	কাস্তে	৫৩৪	০.১০
মোট ভোটার				৪,৯৩,০৯৩	
মোট প্রদত্ত ভোট				৩,০৬,৬৩৬	
বৈধ ভোট				৩,০০,০৭১	
বাতিল ভোট				৬৫৬৫	
মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার				৬২.১৯	

সূত্রঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল

সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদের নির্বাচন হয় রাজনৈতিক দলভিত্তিকভাবে এবং দলীয় প্রতীকে। কাউন্সিলর পদের নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক দল থেকে রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থীর নাম ঘোষণা অথবা সমর্থন করা হয়। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ও গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ৩১টি সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে ১২ জন, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী ৪ জন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি থেকে ৯ জন, বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত একজন এবং স্বতন্ত্র ৫ জন নির্বাচিত হয়েছেন। সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ১০ জনের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে ৭ জন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি থেকে ১ জন এবং স্বতন্ত্র ২ জন নির্বাচিত হয়েছেন।

সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল						
ওয়ার্ড নং	মোট ভোটার	বিজয়ী প্রার্থী			নিকটতম প্রার্থী	
		নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নাম	প্রাপ্ত ভোট
১.	১৪,৯৩২	শেখ আব্দুর রাজ্জাক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বিদ্রোহী)	৩,৫৩৪	মো. শাহাদাত মিনা	৩,৩৫১
২.	৮,৭৬৭	মো. সাইফুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি		বজলুর রহমান	১,২৭৭
৩.	১৭,৬৩৬	মো. আব্দুস সালাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬,০৯২	শেখ গাউছ হোসেন	৪,২৬৬
৪.	১১,৫০৫	মো. কবির উদ্দিন কবু মোল্লা	স্বতন্ত্র	৪,৫০৩	মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন	১,৭৪৭
৫.	১০,৫৩৬	শেখ মোহাম্মদ আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বিদ্রোহী)	৩,০৮৭	শেখ সাজ্জাদ হোসেন তোতন	১,৭৯৮
৬.	১৪,১২২	শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	৬,৪২৬	শাহ মো. ওয়াজেদ আলী মজনু	১,০০৭
৭.	৭,৯৯৬	মো. সুলতান মাহমুদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	২,৯৩৪	শেখ সেলিম আহমেদ	২,৭২২
৮.	৭,১৯৫	মো. ডালিম হাওলাদার	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	২,৩৫৭	মো. সাহিদুর রহমান	২,১৬৮
৯.	২১,৭৯০	এম. ডি মাহফুজুর রহমান লিটন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বিদ্রোহী)	৫,৬৮৩	শেখ জাহিদুল ইসলাম	৪,০৬৬
১০.	২০,৪৮৮	কাজী তালাত হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বিদ্রোহী)	৫,৯১৭	মো. ফারুক হিল্টন	৩,৫৫৬
১১.	৯,২৫০	মুনশী আ. ওদুদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,৯৯৮	মো. ইউনুস আলী সরদার	১,৯৭৫
১২.	১৬,৩৬৬	মো. মুনিরুজ্জামান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	৩,৫৬৮	আসলাম খাঁন মুরাদ	২,৩৯০
১৩.	৭,৩৪৩	এস এম খুরশিদ আহম্মেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪,২৭৮	মো. ইমতিয়াজ আলম	৩৪৯
১৪.	১৮,৬৩৯	শেখ মোসারাফ হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,৫০৪	এস এম আবুল কালাম আজাদ	৩,০৪৯
১৫.	১২,৩৫৪	মো. আমিনুল ইসলাম মুন্না	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫,৫৫০	এস এম আব্দুর রহমান	৬৯৯
১৬.	২১,৭০৪	মো. আনিছুর রহমান বিশ্বাস	স্বতন্ত্র	৭,০২৬	শেখ জামিরুল ইসলাম	২,৯৬৭
১৭.	২৪,২২১	শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি (বিদ্রোহী)	৭,৭৬২	এস এম মনিরুজ্জামান সাগর	৩,৯৭১
১৮.	২০,৬২৩	মো. হাফিজুর রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	৪,৪৪০	এস এম রাজুল হাসান রাজু	৩,৯২৯
১৯.	১৩,৮৪৩	আশফাকুর রহমান (কাকন)	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	৩,৬২০	মো. মোতালেব মিয়া	২,১১৭
২০.	১৩,২০৯	শেখ মো. গাউসুল আজম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	৫,১১০	মো. বাদশা হাওলাদার	২,৯৭৭
২১.	১৬,২৩২	মো. শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬,৫৬১	মোল্লা ফরিদ আহমেদ	২,৭৪৩
২২.	১৩,৫৭৩	কাজী আবুল কালাম আজাদ বিকু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬,৫১১	মো. মাহবুব কায়সার	২,৪৭৪
২৩.	১১,৯৫৮	আলহাজ্ব ইমাম হাসান চৌধুরী ময়না	স্বতন্ত্র	৩,০৯৮	মো. ফয়েজুল ইসলাম	২,২২৫
২৪.	২৭,৪৭৮	শমশের আলী মিন্টু	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	৮,৮০৮	এ. এন. এম. মঈনুল ইসলাম	৩,৯৪৭
২৫.	১৬,৫৪৬	মো. আলী আকবর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৯,২১৯	আনিছুর রহমান	২,০০৫
২৬.	১৫,১৬৮	মো. গোলাম মওলা শানু	স্বতন্ত্র	৫,২৭৭	আকবর পাঠান	১৪৪৫

সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল						
ওয়ার্ড নং	মোট ভোটার	বিজয়ী প্রার্থী			নিকটতম প্রার্থী	
		নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নাম	প্রাপ্ত ভোট
২৭.	২২,২০০	জেড এ মাহমুদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৯,৬৩৭	মো. হাসান মেহদী রেজভী	৪,৩২৬
২৮.	১৪,৮২২	আজমল আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪,৯৩২	ওয়াহেদুর রহমান দীপু	৩,৫৮৭
২৯.	১২,২৬৪	মো. সাইফুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪,৯৫৩	মো. গিয়াসউদ্দিন বনি	৩,১২৯
৩০.	২৪,১৯৫	এস এম মোজাফ্ফর রশিদী রেজা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৮,৪৬০	মু. আমানউল্লা আমান	৬,৬৭৯
৩১.	২৬,১৩৮	মোঃ আরিফ হোসেন	স্বতন্ত্র	৩৮০৪	শেখ জাহাঙ্গীর হোসেন বেলাল	২,৬২৮

সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল						
ওয়ার্ড নং	মোট ভোটার	বিজয়ী প্রার্থী			নিকটতম প্রার্থী	
		নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নাম	প্রাপ্ত ভোট
১.	৪১,৩৩৫	মনিরা আক্তার	স্বতন্ত্র	১২,৭৫৮	ফাতেমাতুজ্জোহরা	৭,৭৩৫
২.	৩৬,১৬৩	সাহিদা বেগম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২১,২৮৩	পারভীন আক্তার	১,৭০২
৩.	৩৫,৬৭৯	রহিমা আক্তার হেনা	স্বতন্ত্র	৬,৩৭১	রাফিজা	৫,৯৮০
৪.	৩২,৯৫৯	পারভীন আক্তার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১২,৩২৪	আফরোজা জামান	৪,৫২৮
৫.	৫২,৭৮৩	মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২০,৬৯০	মনি	৮,৫১১
৬.	৬৮,৫৪৮	শেখ আমেনা হালিম বেবী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৪,০২৫	রোজী ইসলাম	১৩,৮২৯
৭.	৫৮,৭৬৬	মাহমুদা বেগম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৪,২০৭	সামছুন্নাহার লিপি	১১,২৪৮
৮.	৪১,৭৬৩	কনিকা সাহা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৪,২৫৬	আজিজা খানম এলিজা	৬,১৩১
৯.	৬৪,৫০০	মাজেদা খাতুন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	১২,১৯৪	রুমা খাতুন	১১,৮৬১
১০.	৬২,৫৯৭	লুৎফুন নেছা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৩,৮৪৬	মিসেস রোকেয়া ফারুক	১২,৩৩৭

তথ্যসূত্র: ১. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন; ২. এনটিভি, ৩০ মে ২০১৮

নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ (মেয়র পদে)

খুলনা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮ তে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৮৫১ ভোট (মোট ভোটের ৩৫.৪৬ শতাংশ) পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত নজরুল ইসলাম মঞ্জুর চেয়ে ৬৫ হাজার ৬০০ ভোট বেশি পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন।

বিগত নির্বাচনে (২০১৩) আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক পেয়েছিলেন ১ লাখ ১৯ হাজার ৪২২ ভোট । ঐ নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনি ১ লাখ ৮০ হাজার ৯৩ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন।

২০১৩ এবং ২০১৮ সালের উভয় নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ থেকেই দেখা যায় যে, নির্বাচনের ফলাফলে ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায়, ২০১৩ সালের তুলনায় আওয়ামী লীগের প্রার্থী ৫৫ হাজার ৪২৯ ভোট বেশি পেয়েছেন। ২০১৩ সালে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী যে ভোট পেয়েছিলেন তার থেকে ২০১৮ সালে দলটির মনোনীত প্রার্থী ৭০ হাজার ৮৪২ ভোট কম পেয়েছেন। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির বাইরে এবারের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভোট পেয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী মুজ্জাম্মিল হক। তিনি হাতপাখা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১৪,৩৬৩ ভোট, যা মোট ভোটের ২.৯১ শতাংশ।

নির্বাচন মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া

নির্বাচন কমিশনের মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে চমৎকার নির্বাচন হয়েছে দাবি করে ইসি সচিব হেলালুদ্দীন আহমেদ বলেন, '২৮৯টি কেন্দ্রের মধ্যে তিনটিতে অনিয়মের কারণে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে। বাকি ২৮৬টি কেন্দ্রে চমৎকার ভোট হয়েছে।' ভোটগ্রহণ শেষে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি এ কথা বলেন।

ইসি সচিব বলেন, 'আমরা সকাল থেকে নির্বাচন মনিটর করেছি। নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। সব টিভি চ্যানেল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি। যে অনিয়ম দেখানো হয়েছে, তা কেবল ওই স্থগিত হওয়া ৩টি কেন্দ্রের'।

তিনি বলেন, 'কয়েকটি জায়গায় ভোটকেন্দ্রের বাইরে কিছু গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়ায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ম্যাজিস্ট্রেট গিয়ে তার সুরাহা করেছেন (*যুগান্তর*, ১৫ মে ২০১৮)।'

অন্যদিকে খুলনায় একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবি করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কে এম নুরুল হুদা। তিনি বলেন, যা কিছু সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি পাওয়া গেছে, তাৎক্ষণিক কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো আন্তর্জাতিক মানের এবং গ্রহণযোগ্য হয়েছে।' ০৯ জুন ২০১৮, পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় এক অনুষ্ঠান শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন (*প্রথম আলো*, ০৯ জুন ২০১৮)।

পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া

ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি):

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ২৮টি ভোটকেন্দ্রে অবৈধভাবে সিল মারা হয়েছে বলে মন্তব্য করে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য গঠিত নেটওয়ার্ক ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি)। তবে এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনার ব্যাপকতা বেশি না হওয়ায় ভোটের ফলাফল পরিবর্তনে কোনো প্রভাব ফলেনি বলে মন্তব্য করে সংগঠনটি। ১৬ মে ২০১৮, একটি সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়, 'খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন কিছু বিচ্ছিন্ন সহিংসতা এবং নির্বাচনী অনিয়মের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও বেশ কিছু কেন্দ্রে নির্বাচনী ফলাফল পরিবর্তনের জন্য সহিংসতা ও নির্বাচনী অনিয়ম করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন ওইসব ঘটনার ব্যাপকতা বেশি না হওয়ায় ভোটের ফলাফল পরিবর্তনে তা কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।' উল্লেখ্য, ইডব্লিউজি ২৮৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৪৫টি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে।

ইডব্লিউজি জানায়, তাদের পর্যবেক্ষণে তারা ৮৮ দশমিক ৮ শতাংশ ভোটকেন্দ্রে বিএনপির মেয়রপ্রার্থীর এজেন্টদের দেখতে পেয়েছে। ৯৭ শতাংশ কেন্দ্রে দেখা গেছে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, পোলিং এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের প্রবেশ নিশ্চিত করে ভোটগণনা শুরু হয় (*প্রথম আলো*, ১৬ মে ২০১৮)।

ফেমা

পর্যবেক্ষক সংস্থা ফেমার প্রেসিডেন্ট মুনিরা খান বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, 'অতীতে আমরা আরও খারাপ নির্বাচন দেখেছি। সহিংসতা ও গোলযোগও ছিল সেখানে। কিন্তু খুলনার ভোটে অনিয়মে মাত্র তিনটি কেন্দ্র স্থগিত হয়েছে। সার্বিক বিচারে এ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য ও মোটামুটি সুষ্ঠু হয়েছে।'

তিনি মনে করেন, জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ক্ষমতা প্রয়োগ ও সদিচ্ছার প্রতিফলন দেখাতে আরও সতর্ক হতে হবে সরকার এবং কমিশনকে।

'আমাদের অবজারভারদের কাছে প্রতিটি নির্বাচনই অনন্য। এখানে নির্বাচন কমিশন ও সরকারের সদিচ্ছাটা খুব দরকার। খুলনা মাত্র একটি এলাকা। সামনে সংসদ নির্বাচনে এমন ৩০০ আসন থাকবে। সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে সক্ষমতা বাড়াতে হবে ইসিকে। আরও বেশি কেয়ারফুল হতে হবে।'

খুলনায় অনিয়মের অভিযোগ এবং ইসির নেওয়া ব্যবস্থার নেওয়ার বিষয়ে মুনিরা খান জানান, তাদের পর্যবেক্ষকরা ৮০টি কেন্দ্র দেখেছেন। সেখানে '৩-৪টি' কেন্দ্রে বিএনপির এজেন্ট পাননি তারা। 'দুই-এক জায়গায়' অনিয়ম হয়েছে, ভোট স্থগিতও

হয়েছে। রিটার্নিং অফিসার ২৩৪টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সে হিসাবে শেষ পর্যন্ত 'বড় ধরনের' ঘটনা ঘটেনি বলেই মনে করছেন ফেমার প্রেসিডেন্ট।

তিনি বলেন, 'কুমিল্লা, রংপুর ও খুলনার ভোটে তিনটি রাজনৈতিক দল ভালো ফল করলেও আগামীতে ফলাফলের এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে– এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই।'

'ভোটে অনেক ফ্যাক্টর রয়েছে। দলীয় প্রতীক, যোগ্য প্রার্থী ও স্থানীয় প্রভাব। খুলনায় প্রধান দুই প্রার্থী বা অন্যরাও বেশ ভালো। আগামীতেও দলগুলোকে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করতে হবে' (*বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ১৫ মে ২০১৮)।

উল্লেখ্য, খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে ইডব্লিউজি ও ফেমা ছাড়া অন্য কোনো পর্যবেক্ষক সংস্থার মন্তব্য ও মূল্যায়ন পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত, খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনের সময় ঘটে যাওয়া অনিয়ম ও হুমকির খবরে হতাশা প্রকাশ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ নিয়ে স্বচ্ছ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করে দেশটি। নির্বাচনের পরদিন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট খুলনা নির্বাচন নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ প্রতিক্রিয়া জানান।

তবে নির্বাচনটি অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়ায় সব দলকে অভিনন্দন জানিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট বলেন, 'এটা খুব উৎসাহজনক যে অনেক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। আমি প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাই।' মার্শা বার্নিকাট বাংলাদেশের পরের নির্বাচনগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আইনের পরিধিতে থাকার আহ্বান জানান।

জাতিসংঘও বাংলাদেশে অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে আহ্বান জানায়। নির্বাচনের দিন রাতে নিউইয়র্কে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র ফারহান হক এ আহ্বান জানান (*প্রথম আলো*, ১৬ মে ২০১৮)।

রাজনৈতিক দলগুলোর মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনের পরদিন ১৬ মে ২০১৮, এক প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত ভোটে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন তালুকদার আবদুল খালেক। সবাই বলছে একটা ভালো নির্বাচন হয়েছে। দুই-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। শুধু একটা দল এর বিরোধিতা করছে, সেই দলটি বিএনপি। এই দলের নামই হচ্ছে মানি না, মানব না' (*বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ১৬ মে ২০১৮)।

এর আগে নির্বাচনের দিন ১৫ মে রাতে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'খুলনা সিটি নির্বাচনে ছাত্রলীগ-যুবলীগ দিয়ে কেন্দ্র দখলের কোনো অভিযোগ আসেনি। এগুলো বিএনপির মনগড়া অভিযোগ।' তিনি বলেন, '১০০টি নির্বাচন কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিএনপি অহেতুক অভিযোগ দিয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশন জবাব দিয়েছে। নির্বাচনে পর্যবেক্ষকেরা ছিলেন, সাংবাদিকেরা ছিলেন–তাঁরা কেউ অভিযোগ দিলেন না। বিএনপি একা অভিযোগ করে যাচ্ছে।'

খুলনা সিটি নির্বাচন বিষয়ে সেতুমন্ত্রী কাদের বলেন, 'খুলনা নির্বাচন থেকে বিএনপির শিক্ষা নিতে হবে। অতীতের নির্বাচনের খুলনার অন্যান্য জায়গায় আওয়ামী লীগ জিতলেও সিটিতে জেতার হার কম। সেই সিটিতেও আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছে। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'সরকারের উন্নয়ন-অর্জনের কারণে এই জয় এসেছে। সমুদ্র-সীমান্ত বিজয়। পারমাণবিক ক্লাবে বাংলাদেশের যোগ দেওয়া এবং সর্বশেষ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মতো ঐতিহাসিক সাফল্যের কারণে মানুষ নৌকার প্রার্থীকে জয়ী করেছে' (*প্রথম আলো*, ১৫ মে ২০১৮)।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

খুলনা সিটি করপোরেশনে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ হয়েছে দাবি করে ইসি পুনর্গঠনের দাবি তোলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। নির্বাচনের দিন (১৫ মে) রাতে রাজধানীর গুলশানে দলীয় চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে উক্ত দাবি তোলেন বিএনপি মহাসচিব।

মির্জা ফখরুল বলেন, 'আজকে যদি সেনাবাহিনী থাকত, তাহলে খুলনা নির্বাচনের এই দশা হতে না।' তিনি বলেন, জয়-পরাজয় আলাদা কথা। কিন্তু প্রতিপক্ষ নির্বাচন করতে পারবে না, তার এজেন্টদেরকে বের করে দেবে। এটা নির্বাচন হতে পারে না, এটা নির্বাচন নয়। নির্বাচন কমিশন কোনোমতেই নিরপেক্ষভাবে কাজ করার যোগ্য নন। এর আমূল পরিবর্তন না হলে কোনো নির্বাচনই এখানে অর্থবহ হবে না।'

বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'খুলনায় আমাদের শক্তিশালী সংগঠন আছে। গতবার আমাদের প্রার্থী বহু ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছিল। খুলনা শহরের যে আসন, সেই আসনে আমাদের প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু বার বার নির্বাচিত হয়েছেন। সেখানে শুধু নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার কারণে, পুলিশি হামলার কারণে বিএনপিকে সেখানে তারা (সরকার) দাঁড়াতেই দেয়নি।'

মির্জা ফখরুল বলেন, 'আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের হামলার কারণে, পুলিশি নির্যাতনের কারণে আমাদের নেতা-কর্মীরা ভোট কেন্দ্রে যেতে পারেননি। প্রত্যেকটি কেন্দ্রের সামনে সন্ত্রাসীরা বুকে নৌকা লাগিয়ে ছিল, সাধারণ ভোটারদেরও আসতে দেওয়া হয়নি।'

খুলনায় ভোটের হার নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিএনপি মহাসচিব। তিনি বলেন, 'শুনেছি খুলনায় ভোটের কাস্টিং দেখানো হয়েছে ৬০ ভাগের উপরে। অথচ দুপুরের পরে কোনো কেন্দ্রেই কোনো ভোটারকে দেখা যায়নি।'

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন, 'খুলনার নির্বাচনের পরে আমরা ভালোভাবে বলতে চাই, একটা নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া কোনোভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব না' (*বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ১৫ মে ২০১৮)।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে সাজানো ও প্রহসনের আখ্যায়িত করে পূর্ব নির্ধারিত ফল গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। দলটির নেতারা বলেন, 'নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন এক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।' সিপিবির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ আলম গণমাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন। বিবৃতিতে নেতারা খুলনাবাসীকে সুষ্ঠুভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ করে দিতে না পারার ব্যর্থতার জন্য কমিশনকে দায়ী করেন।

তাঁরা বলেন, 'খুলনায় ভোট গ্রহণকালে সকাল থেকেই অনেক এলাকায় সরকার দলীয় ছাড়া অন্য দলের এজেন্টরা দাঁড়াতেই পারেনি। আচরণবিধি লঙ্ঘন করে মহড়া, রিকশায় পোস্টার লাগিয়ে ভোটার পরিবহন ও মোড়ে মোড়ে জটলার মাধ্যমে পুরো নির্বাচনী পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করা হয়। এরপর কয়েকটি এলাকায় বিরোধী দলের এজেন্টদের থাকতে না দেয়া, ভাঙচুর, ভোট কেন্দ্র দখল করে ব্যালটে সিল মারার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে সাধারণ মানুষ ভোট দেয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ অন্যান্য স্থানীয় নির্বাচনের তুলনায় অনেক কম ছিল।'

তাঁরা আরও বলেন, 'বাগমারা, রূপসা, বানিয়াখামার, খালিশপুর, বয়রাসহ বিভিন্ন এলাকায় কাস্তে মার্কার ভোটার-এজেন্টদের দাঁড়াতে দেয়া হয়নি। জোর করে ভোটকেন্দ্র দখল ও ব্যালটে সিল মারার খবর গণমাধ্যমে এসেছে। এসব ঘটনার মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। নগরবাসী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। ফলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে' (*মানবকণ্ঠ*, ১৭ মে ২০১৮)।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভোট ডাকাতি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগ তোলে জামায়াতে ইসলামী। ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়, 'এ সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব নয়।'

বিবৃতিতে দলটির নেতারা বলেন, 'কেসিসি নির্বাচনে মেয়রসহ খুলনার ৩১ ওয়ার্ড ও সংরক্ষিত ১০টিতে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ মিলে অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের মারধর ও সন্ত্রাস চালিয়ে, তাদের বের করে দিয়ে কেন্দ্র দখল করে ভোট কেটে তাদের মেয়রসহ সব কাউন্সিলরের পক্ষে অবৈধ কার্যক্রম চালিয়েছে। নির্বাচনী কেন্দ্রে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের প্রশাসনের সামনেই মারপিট ও ভয়ভীতি দেখিয়ে বের করে দেয়া হয়। এ সময় পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। অন্যান্য বিরোধী নেতা-কর্মীদেরও ভয়ভীতি দেখিয়ে ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেয়' (*যুগান্তর*, ১৫ মে ২০১৮)।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

খুলনা সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়নি বলে মন্তব্য করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মেয়র প্রার্থী মাওলানা মুজ্জাম্মিল হক। তিনি বলেন, 'ব্যর্থ নির্বাচন কমিশন ও দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করা যায় না তার প্রমাণ আজকের নির্বাচন।' নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষে দলটির খুলনা মহানগর কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র দখল, ভোট ডাকাতি, ভোটারদের হয়রানি, ভোট না দিতে দেয়া, এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দেয়া, এজেন্টদের মারধর, পুলিশ কর্তৃক জাল ভোট প্রদানে সহযোগিতা। নিরাপত্তার ভয়ে অনেক ভোটাররা ভোটকেন্দ্রেই আসেনি।'

বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরে মাওলানা মুজ্জাম্মিল হক বলেন, '৩০নং ওয়ার্ডের রূপসা প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুল, ইউসুফ স্কুলের কেন্দ্রগুলোতে ভোট প্রদান বন্ধ হয়ে গেছে। সম্ভবত জাল ভোট কাটা হয়েছে। ১২নং ওয়ার্ডের স্যাটেলাইট স্কুল কেন্দ্র জোর করে দখল করে নিয়েছে। ১২ ও ৩০'এ বিভিন্ন কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচনী এজেন্টকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। ১৩নং'এ সকাল থেকেই কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। শুধুই নৌকার ভোটাররা ঢুকেছে। ৩১নং ওয়ার্ড কার্যালয়, লবণচরা প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিপইয়ার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মারামারি হয়েছে। মাওয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইব্রাহিমীয়া মাদরাসা সেন্টার বন্ধ। ওয়ার্ডের সব অফিস থেকে লোকজন বের করে দেয়া হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'ইকবালনগর স্কুল সেন্টারে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভোটগ্রহণ স্থগিত, নিরালা টিনশেড সেন্টার বন্ধ। ২নং ওয়ার্ডে নগরঘাট কৃষ্ণমোহন স্কুলে, রেলিগেট ও আর, আর এফ এ ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। অথচ প্রশাসন নীরব। ব্যাপক হারে জাল ভোট প্রয়োগ হয়েছে। ২৯নং ওয়ার্ডে গগন বাবু রোড সবুরুন্নেসা কেন্দ্রে প্রকাশ্যে নৌকায় সিল মারতে বাধ্য করা হয়েছে' (*যুগান্তর*, ১৫ মে ২০১৮)।

'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর মূল্যায়ন

২০০২ সালে 'সিটিজেন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন্স' নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশের পর নির্বাচনকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল আজকের 'সুজন'-এর। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দিয়ে শুরু করলেও পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনে, অর্থাৎ পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এমনকি জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও 'সুজন' ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলা।

'সুজন'-এর প্রত্যাশা ছিল খুলনা সিটিতে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এমন প্রত্যাশা থেকেই এই নাগরিক সংগঠনটি নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করে। যদিও 'সুজন'-এর একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে যে, নির্বাচনের দিনে অন্যান্য পর্যবেক্ষক সংস্থার মত 'সুজন' ভোটকেন্দ্রভিত্তিক পর্যবেক্ষণ করে না; তবে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়াকেই পর্যবেক্ষণ করে থাকে। তাই নির্বাচনের দিনের তথ্য প্রপ্তির ক্ষেত্রে নিজস্ব সূত্রের পাশাপাশি 'সুজন'-কে গণমাধ্যম ও অন্যান্য পর্যবেক্ষক সংস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়।

একটি নির্বাচন কেমন হলো, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু মানদণ্ডের দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। মানদণ্ডগুলো হচ্ছে: (ক) ভোটার হওয়ার উপযুক্ত সকল ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন; (খ) যেসব ব্যক্তি প্রার্থী হতে আগ্রহী, তাঁরা প্রার্থী হতে পেরেছেন; (গ) প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের ফলে ভোটারদের সামনে বিকল্প প্রার্থী ছিল; (ঘ) ভোট প্রদানে আগ্রহীরা নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন; (ঙ) ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা সঠিকভাবে হয়েছিল; এবং (চ) পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত, পেশিশক্তি ও টাকার প্রভাব মুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রথম তিনটি মানদণ্ড অনুসরণ হলেও শেষ তিনটি মানদণ্ড অনুসরণের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক ভোটার ভোট দিতে পারেননি। কোনো কোনো কেন্দ্রে প্রতীকে সিল দেয়া কিন্তু উল্টোদিকে সিল-স্বাক্ষর বিহীন ব্যালটকে বৈধ ভোট হিসেবে গণনা করা হয়েছে। একইসাথে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। দৃশ্যত বড় কোনো ধরনের অঘটন ও সহিংসতা ছাড়া নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হলেও নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠুতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেননা, অনেক ভোট কেন্দ্রে বিরোধী দলের পোলিং এজেন্ট না থাকা, কেন্দ্র দখল, জাল ভোট প্রদান, সিল-স্বাক্ষর

বিহীন ব্যালটে প্রদত্ত ভোটকে বৈধ ভোট হিসেবে গণ্য করা, কেন্দ্রের সামনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর কর্মী কর্তৃক জটলা সৃষ্টি করে কোনো কোনো ভোটারের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, অনেক ভোটার কর্তৃক ভোট দিতে না পারা, নির্বাচনের আগে থেকেই বিরোধী দলের প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের গ্রেফতার ও হয়রানি করা, রিটার্নিং অফিসারের ওপর যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে সহায়তাকারী হিসেবে নিয়োগ করা, নির্বাচন পর্যবেক্ষণকালে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তার ওপর চড়াও হওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী এ নির্বাচনকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। একটি ভোটকেন্দ্রে শিশু কর্তৃক ভোট প্রদানের খবরও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

সর্বশেষ অনুষ্ঠিত তিনটি সিটি নির্বাচন অর্থাৎ নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের সাথে তুলনা করলে বলা যায় যে, কয়েকটি ভালো নির্বাচনের পর এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি অস্বচ্ছ ও ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো। মূলত, খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে বলা যায় 'নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের নতুন মডেল', যা পরবর্তীতে নির্বাচনের 'খুলনা মডেল' হিসেবেও পরিচিতি পেয়েছে।

নির্বাচন উপলক্ষে 'সুজন' কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন নির্বাচন উপলক্ষে 'সুজন'-এর উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। কার্যক্রমসমূহের উদ্দেশ্য ছিল একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। নিম্নে কর্মসূচিসমূহের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

- **গোলটেবিল বৈঠক:** ২৩ এপ্রিল ২০১৮, সকাল ১০.০০টায়, জাতীয় প্রেসক্লাবে 'সুজন'-এর উদ্যোগে 'আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচন: নাগরিক ভাবনা' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। গোলটেবিল বৈঠক থেকে 'সুজন' নেতৃবৃন্দ খুলনা ও গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ পরিবেশে আয়োজনের দাবি জানান। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন 'সুজন' কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জনাব এম হাফিজ উদ্দিন খান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন 'সুজন'-এর নির্বাহী সদস্য ও বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন 'সুজন' কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। আলোচনায় অংশ নেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা এবং ব্যারিস্টার জোর্তিময় বড়ুয়া প্রমুখ।

- **সংবাদ সম্মেলন:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে খুলনায় একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজনের মধ্য দিয়ে সুজন-এর খুলনা সিটি নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যক্রমের সূচনা হয়েছিল। উক্ত সংবাদ সম্মেলন থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের প্রতি এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন, সরকার, প্রার্থী ও সমর্থক, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং ভোটার প্রতি আমাদের আহ্বান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ভোটার ছাড়া অন্যান্যদের প্রতি 'সুজন'-এর আহ্বান ছিল স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথাযথ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করার। ভোটারদের প্রতি আহ্বান ছিল প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে ও বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার। ৩ মে ২০১৮, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আরেকটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। সর্বশেষ সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ২২ মে ২০১৮ তারিখে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তথ্যের বিশেষণ উপস্থাপন এবং নির্বাচনের মূল্যায়ন তুলে ধরার জন্য।

- **জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান:** ২৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে শহীদ হাদিস পার্ক, খুলনায় প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান' আয়োজন করা হয়, যাতে পাঁচজন মেয়র প্রার্থীই উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে ৪, ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৬ ও ২৭ নং ওয়ার্ডে অর্থাৎ মোট ১৪টি ওয়ার্ডে 'জনগণের মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং

সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীগণ যেমন তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরেন, তেমনি ভোটাররাও তাঁদের প্রত্যাশা তুলে ধরা-সহ প্রার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ পান। পাশাপাশি অনুষ্ঠানসমূহে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা এবং নির্বাচিত হলে জনকল্যাণে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে প্রার্থীরা লিখিত অঙ্গীকার করেন এবং প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে অসৎ ও অযোগ্যদের বর্জন করে, সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার ব্যাপারে ভোটাররাও শপথ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, হাজার হাজার নারী-পুরুষ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান'সমূহে উপস্থিত হয়েছিলেন।

- **ভোটারদের মধ্যে তথ্যচিত্র বিতরণ:** মেয়র প্রার্থীগণ-সহ ১৪টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানসহ প্রকাশ করা হয় এবং ভোটারদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়।

- **ওয়েবসাইটে তথ্যচিত্র সন্নিবেশন:** মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা আকারে প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত তথ্যচিত্র অতীতের মত মেয়র, ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলরদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে সুজন পরিচালিত ওয়েবসাইটে (www.votebd.org) সন্নিবেশিত করা হয়।

- **সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড:** সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগসহ ভোটারদের সচেতন করার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়েও প্রচারণা চালানো হয়। 'সুজন'-এর একটি সাংস্কৃতিক দল ৬ থেকে ১২ মে ২০১৮ পিক-আপে করে পুরো সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রদক্ষিণ করে সঙ্গীত ও নাটিকা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই প্রচারণা চালায়।

- **মানববন্ধন:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে ১২ মে ২০১৮, সকাল ১০:৩০টায়, শিববাড়ী মোড়, খুলনায় একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানের পাশাপাশি কোনো প্রার্থী বা তাদের সমর্থকরা যদি অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট ক্রয়ের জন্য মাঠে নামেন, তবে ভোটাররা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে, সে আহ্বান জানানো হয় ভোটারদের প্রতি। একইভাবে শুধু ভোট প্রদান নয়, ভোটের ফলাফল রক্ষার ব্যাপারেও সজাগ থাকার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

- **প্রচারণায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার:** 'সুজন'-এর ফেসবুক পেইজেও (facebook.com/shujan.bd) প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে বিভিন্নমুখী প্রচারণা চালানো হয়। 'সুজন'-এর ফেসবুক পেইজে ছয়জন মেয়র প্রার্থীর হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য, খুলনা সিটির ইতিহাস-ঐতিহ্য, মেয়র প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার, কী ধরনের প্রার্থীকে জনগণ ভোট দেবেন ইত্যাদি তথ্য ও তথ্যচিত্র আপলোড করা হয়। ২০ মে ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৩,৪১,০২৮ জন ব্যক্তি (ভিউয়ার্স) 'সুজন'-এর এই প্রচারণায় যুক্ত হন।

উপরোল্লেখিত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ ছাড়াও অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রচারণা চালানো হয়।

শেষকথা

সুজন নেতৃবৃন্দ, পিস প্রেসার গ্রপ ও পিস অ্যাম্বাসেডারদের কাছ থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে, গণমাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত যে সকল প্রতিবেদন ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তার ভিত্তিতে খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ তথা সুষ্ঠু বলা যায় না। দৃশ্যমান কোনো সহিংসতা না ঘটলেও এবং ব্যাপক এলাকাজুড়ে বড় ধরনের নির্বাচনী অনিয়ম না ঘটলেও, কোনো কোনো প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের জন্য নির্বাচনী পরিবেশ ছিল ভীতিজনক। সে কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন হলেও ভোটার উপস্থিতি ছিল অপেক্ষাকৃত কম (৬২.১৯%)।

মূলত, খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন একটি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন, যাকে সার্বিকভাবে সুষ্ঠু, সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত বলার কোনো অবকাশ নেই। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন যে আস্থা অর্জন করেছিল, সাম্প্রতিককালে অন্যান্য কিছু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তা বহুলাংশে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

'সুজন' মনে করে, এই নির্বাচনে যে সকল অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত হয়েছে নির্বাচন কমিশন তা আমলে নেবে, এগুলোর ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করবে, প্রতিটি ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য এখন থেকেই পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মনে রাখতে হবে, ২০১৮ সাল নির্বাচনের বছর। আগামী কয়েক মাসে অনুষ্ঠিত হবে গাজীপুর, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচন। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী আগামী ৩১ অক্টোবর ২০১৮ থেকে ২৮ জানুয়ারি ২০১৯-এর মধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। তাই আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচনগুলো সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে জনমনে আস্থা সৃষ্টি করতে হবে। অন্যথায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশকে নতুন সংকটের মুখোমুখি হতে হবে; যা দেশকে একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করতে পারে।

'সুজন' আশা করে, নির্বাচন কমিশন, সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বহিনী-সহ সংশ্লিষ্ট সকলেই খুলনা সিটি নির্বাচনে তাদের চিহ্নিত ত্রুটিসমূহ সংশোধন করবে এবং আগামী নির্বাচনগুলো অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করবে।

আলোকচিত্রে খুলনা সিটি করপোরেশন-২০১৮ উপলক্ষে 'সুজন' পরিচালিত কার্যক্রম

আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচন: নাগরিক ভাবনা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক (২৩ এপ্রিল ২০১৮, ঢাকা)

অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে সংবাদ সম্মেলন (১৫ এপ্রিল ২০১৮, খুলনা)

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন (০৩ মে ২০১৮, ঢাকা)

নির্বাচনে বিজয়ীদের তথ্য উপস্থাপন ও সুজন-এর দৃষ্টিতে নির্বাচন শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন (২২ মে ২০১৮, ঢাকা)

মেয়র প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান (২৮ এপ্রিল ২০১৮, খুলনা)

মেয়র প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে ভোটারদের একাংশ (২৮ এপ্রিল ২০১৮, খুলনা)

কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে ভোটারদের শপথ গ্রহণ (১২ মে ২০১৮, ০৪নং ওয়ার্ড, খুলনা)

কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভোটারদের একাংশ (১২ মে ২০১৮, ০৪নং ওয়ার্ড, খুলনা)

কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে ভোটারদের শপথ গ্রহণ (১২ মে ২০১৮, ২২নং ওয়ার্ড, খুলনা)

কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভোটারদের একাংশ (১২ মে ২০১৮, ০৮নং ওয়ার্ড, খুলনা)

সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচিত করার লক্ষ্যে নগরীতে সাংস্কৃতিক প্রচারণা

অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে মানববন্ধন (১২ মে ২০১৮, খুলনা)

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক ও ইউটিউবে) প্রচারণা

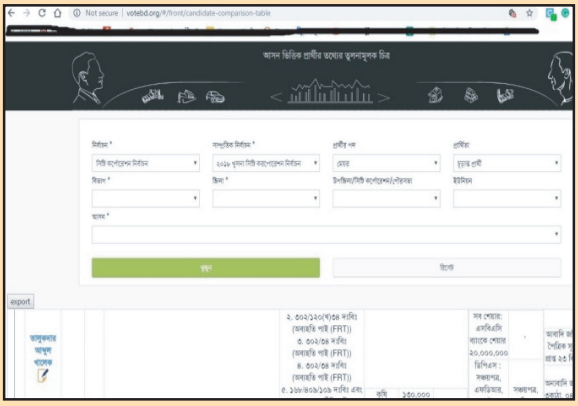

সুজন পরিচালিত ভোট বিডি ওয়েবসাইটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য সন্নিবেশন

তথ্যসূত্রঃ

১. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।
২. উইকিপিডিয়া।
৩. নেসার আমিন, বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও ফলাফল (১৯২০-২০১৬), প্রান্ত প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৭।
৪. www.votebd.org
৫. ইত্তেফাক, ২৫ এপ্রিল ২০১৮
৬. যুগান্তর, ২৭ এপ্রিল ২০১৮
৭. বিবিসি বাংলা, ১৭ মে ২০১৮
৮. এনটিভি, ৩০ মে ২০১৮
৯. মানবকণ্ঠ, ১৭ মে ২০১৮
১০. প্রথম আলো, ১৬ মে ২০১৮
১১. যুগান্তর, ১৫ মে ২০১৮
১২. যুগান্তর, ২৭ এপ্রিল ২০১৮
১৩. বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ২৭ এপ্রিল ২০১৮
১৪. বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৩০ এপ্রিল ২০১৮
১৫. বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৪ মে ২০১৮
১৬. বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৫ জুলাই ২০১৮
১৭. সমকাল, ১৬ মে ২০১৮
১৮. বিবিসি বাংলা, ১৭ মে ২০১৮
১৯. ইত্তেফাক, ২৫ এপ্রিল ২০১৮

খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

মেয়র প্রার্থীর অঙ্গীকার

মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে আমি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি-

১. আমি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে কাজ করবো। নির্বাচনে টাকার প্রভাব খাটানো ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকবো। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট কিনবো না। নির্বাচনী আচরণবিধি-সহ সকল প্রকার বিধি-বিধান মেনে চলবো।

২. নির্বাচিত হলে আমি সিটি করপোরেশনকে দুর্নীতিমুক্ত, কার্যকর ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবো। সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরকে নিয়ে আমি যৌথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সিটি করপোরেশন পরিচালনা করবো।

৩. নির্বাচনে পরাজিত হলে গণরায় মাথা পেতে নেব এবং বিজয়ী মেয়রসহ নির্বাচিত পরিষদকে মহানগরের সার্বিক উন্নয়নে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করবো।

৪. নির্বাচিত হলে আমি সিটি করপোরেশনের সম্পদ বৃদ্ধিসহ স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করবো। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিধি ও বিস্তৃতি বাড়ানোর জন্য শুধুমাত্র সরকারি বরাদ্দ ও অনুদানের ওপর নির্ভর না করে সিটি করপোরেশনের নিজস্ব আয়ের উৎস সৃষ্টিতে সচেষ্ট হবো এবং কর আদায়ের উপর জোর দেব।

৫. নির্বাচিত হলে আমি খাদ্য, বস্ত্র ,স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা প্রভৃতি মৌলিক মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করতে এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে সামাজিক পুঁজি গঠন তথা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবো। পাশাপাশি সন্ত্রাস ও মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধ রোধে উদ্যোগ গ্রহণ করবো। আমাদের সমাজে বিরাজমান পারস্পরিক বিরোধিতার সংস্কৃতির পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবে সমস্যা সমাধানসহ সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্যোগী হবো।

৬. নির্বাচিত হলে আমি স্থানীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করবো। সিটি করপোরেশনকে প্রকৃত অর্থেই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করবো। পাশাপাশি বছরভিত্তিকভাবে জনঅংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় জনগণের সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ অগ্রাধিকার নির্ণয়পূর্বক বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবো। ৬ মাস পর পর কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে নতুন কর্মপদ্ধতি হাতে নেব। স্থানীয় ও জাতীয় কার্যক্রম এবং সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন উদ্যোগের সমন্বয় ঘটাতে সচেষ্ট থাকবো।

৭. নির্বাচিত হলে আমি জনঅংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় প্রণীত বার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে সিটি করপোরেশনের বাজেট প্রণয়ন করবো এবং উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনের আয়োজন করে বাজেট ঘোষণা করবো। প্রতি অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংশোধিত বাজেট ঘোষণা করবো।

৮. নির্বাচিত হলে আমি সকল কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবো। দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতি পরিহার করবো। জনগণের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে কাজ করবো। বছরে কমপক্ষে একবার কাজের জবাবদিহিতার জন্য জনগণের মুখোমুখি হবো।

৯. নির্বাচিত হলে আমি নারীর অবস্থার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সিটি করপোরেশনের সকল মানুষের সার্বিক জীবন মানের উন্নয়নের জন্য কাজ করবো। ইভটিজিং বন্ধসহ নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক, খুন, ধর্ষণ ও এসিড নিক্ষেপ-সহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবো।

১০. নির্বাচিত হলে আমি মুক্তিযোদ্ধা, অসহায় ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং প্রতিবন্ধীসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করবো এবং তাদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবো।

১১. নির্বাচিত হলে আমি আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য যুবকদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের আত্মনির্ভরশীলতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবো এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবো। সরকারি-বেসরকারি সুযোগ কাজে লাগাতে তাদের সহযোগিতা করবো।

১২. নির্বাচিত হলে আমি সিটি করপোরেশনের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষাসহ মহানগরের সৌন্দর্য বর্ধনে সচেষ্ট থাকবো। দখলকৃত ভূমিসহ সকল ধরনের জলাশয় দখলমুক্ত করবো। এ ব্যাপারে জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং যে কোন প্রকার পরিবেশ দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করবো।

১৩. নির্বাচিত হলে আমি প্রতিবছর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পদ, আয়-ব্যয় ও দায়-দেনার হিসাব প্রকাশ করবো।

আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে আমার এ অঙ্গীকারকে বাস্তবায়নের সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতাই হবে আমার অনুপ্রেরণা এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার পাথেয়।

নাম:..... স্বাক্ষর:..... তারিখ:.....

ঠিকানা: .....

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

সচিবালয়: হেরাল্ডিক হাইটস্, ২/২ (লেভেল-৪), ব্লক-এ, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। **ফোন:** +৮৮০২-৯১৩ ০৪৭৯ ও ৯১৪-৬২৭১; ফ্যাক্স: +৮৮০২-৯১৪ ৬১৯৫

ই-মেইল: shujan.info@gmail.com, **ওয়েবসাইট:** www.shujan.org ও www.votebd.org

ফেইসবুক: facebook.com/shujan.bd

ভোট আপনার নাগরিক অধিকার
সুবিবেচনার সাথে এই অধিকার প্রয়োগ করুন

আসুন সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচিত করে দুর্নীতি-শোষণমুক্ত, সমৃদ্ধ দেশ গড়ি

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক